চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 August, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১২ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিট ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবী কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। কোভীড-১৯ এর কারনে সমগ্র দেশ জুড়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মানুষের মধ্যে রয়েছে ভীতির পরিবেশ। এর থেকে উত্তোরনের একমাত্রা উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলা। কিন্তু এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জয়েন্ট এনট্রার্নন্স ও নিট পরীক্ষা নেওয়া হবে। ভারত বর্ষের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এর বিরোধীতা করছে।

আবেদন করেছে এই মানসিক অশান্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ না করার জন্য। তারই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার কংগ্রেসের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে সরকারকে বার্তা দিতে প্রতীবাদ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এই অবস্থায় জয়েন্ট এনট্রার্নন্স ও নীট পরীক্ষা বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে এই দাবিতে সরব হয় কংগ্রেস নেতা — কর্মীরা। ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে বলে জানান পিসিসি সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস। নেইবারহুড ক্লাস নিয়ে সরকারের চিন্তা করে পিছিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

করোনার লাগামহীন বৃদ্ধি পরিস্থিতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ

আগরতলা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : ত্রিপুরায় করোনা মানচিত্রে সবচেয়ে স্থানে অবস্থানে রয়েছে আগরতলা পুর নিগম এলাকা। নিগমের শুধুমাত্র ৯টি ওয়ার্ডে করোনা আক্রান্তের হার ২১ শতাংশ। যেখানে সারা ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৩.৮৬ শতাংশ। আজ রাতে ভিডিও বার্তায় এই তথ্য তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি ত্রিপুরাবাসী-কে সতর্ক করে বলেছেন, বর্তমান সময় প্রচন্ড ঝুকিপুর্নউ সকলকেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন এবং সরকারি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

শুক্রবার রবীন্দ্র পূজা উদ্যোক্তা ও মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলেই কোভিড-১৯ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। সম্প্রতি সাড়ে ৯ লক্ষ পরিবারের কাছে স্বাস্থ্য দফতরের ১২ হাজার কর্মী পৌছেছিলেন। সমীক্ষার সাথে এন্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। তাতে, ধারনা পাওয়া গিয়েছিল করোনা-র প্রভাব কতটা পড়তে পারে। কিন্ত, বিগত কিছুদিন যাবত লক্ষকরেছি, করোনা থেকে নিস্তার হয়ে গেছে ভেবে মানুষ স্বাভাবিক চলাচল শুরু করেছেন। সরকারী নিয়মের তোয়াক্কা না করে মনমর্জি চলাফেরা করছেন। তিনি বলেন, অর্থনীতি সামলাতে পারস্পরিক দুরত্ব মেনে, মাস্ক পরে, স্যানিটাইজ ও সাবধানতা অবলম্বন করে মানুষের চলাফেরায় অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত, তাতে পুর নিগমের ৯ টি ওয়ার্ডে বিরাট মাত্রায় করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাঁর কথায়, সারা ত্রিপুরায় করোনা-র সংক্রমনের হার ৩.৮৬ শতাংশ। কিন্ত, পুর নিগম এলাকায় সেই হার প্রায় ২১। তাঁর দাবি, করোনা-র সংক্রমণ ১০ু অতিক্রম করলেই যথেষ্ট চিন্তাজনক। সেখানে পুর নিগমের শুধু ৯টি ওয়ার্ডে ২১ শতাংশ সংক্রমণ গভীর বিপদের হাতছানি দিচ্ছে। তাই প্রথম লক ডাউন-র মতোই সাবধানতা পুনরায় অবলম্বন করতে হবে।

তিনি বলেন, লেক চৌমুহনী বাজারে ৪৫ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে ২৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছেউ এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, পুর নিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৯২ জন, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১২২ জন, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫২ জন, ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৪ জন, ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৯ জন, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৯৩ জন, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২ জন, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে ১০০ জন এবং ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৬৯ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। তাঁর দাবি, যেখানেই লক সমাগম বেশি করোনা-র প্রকোপ আসবেহ। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, মহারাজ গঞ্জ বাজার, বিভিন্ন সব্জি বাজার, বটতলা বাজারের ভিড় দেখে মনে হচ্ছে সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তিনি করোনা মোকাবিলায় সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। সতর্কতা হিসেবে পুর নিগম এলাকায় সরকারি অফিস-এ রোষ্টার মেনে কাজ এবং হোম আইসোলেসনে রয়েছেন আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল পরিবার গুলিকে নগদ ১৫০০ টাকা কিংবা ১৬ কেজি খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর মতে, বর্তমান সময় সবচেয়ে ঝুকিপুর্ন। উদাহরন হিসেবে তিনি বলেন, প্রথমে সিপাহিজলায় সবচেয়ে বেশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর পাঁচজনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৪৪৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার। প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃতের ঘটনায় আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। এদিকে, শুক্রবার রাজ্যে নতুন করে ৪৪৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৪২৬৬ টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৯২৯ জন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এন্টিজেনে ৩১৫১টি নমুনা পরীক্ষায় ৩১০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ১১১৫টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ১৩৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বাতিল নেইবারহুড ক্লাস রোস্টার মেনে যাবেন গ্রুপ-সি গ্রুপ-ডি কর্মচারীরা, আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত

আগরতলা, ২৮ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় করোনা-র লাগামহীন বৃদ্ধিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করা হয়েছে নেইবারহুড ক্লাস। শুধু তা-ই নয়, আগামীকাল শনিবার থেকে ৫০ শতাংশ রোস্টার মেনে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি সরকারি কর্মচারীরা অফিসেএ যাবেন। বাকি কর্মচারীরা বাড়িতে থেকে কাজ করবেন। আজ শুক্রবার ত্রিপুরা সরকার এমনই আদেশ জারি করেছে। এদিকে, আদালতে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ রাখার আদেশ জারি করেছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। শুধু জরুরি মামলার ভিডিও কনফারেন্সে শুনানি হবে, জানানো হয়েছে।

শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত সচিব এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ২৯ আগস্ট থেকে পরবর্তী আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত নেইবারহুড ক্লাস বন্ধ থাকবেউ তবে, টেলিভিশনে সরাসরি পাঠদান সম্প্রচার, রেকর্ডেড ভিডিও সম্প্রচার, ইউটিউব-এর মাধ্যমে পাঠদান, একটু খেলো একটু পড়ো, ভিডিও কনফারেন্স-এ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠদান এবং কলসেন্টারের মাধ্যমে পাঠদান চালু থাকবে।

এদিকে, করোনার প্রকোপ বৃদ্ধিতে সরকারি দফতরে কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ রোস্টার মেনে অফিসে যাওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এ-সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, করোনা-র প্রকোপ মারাত্মকভাবে বাড়ছে। ফলে, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় অবস্থিত সরকারি অফিসে নির্দিষ্ট আধিকারিকরা প্রতিদিন অফিসে যাবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গ্রুপ-এ এবং গ্রুপ-বি কর্মচারীরা প্রতিদিন অফিসে যাবেন। কিন্ত, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ রোস্টার মেনে অফিসে যেতে হবে। বাকিরা বাড়িতে থেকে কাজ করবেন। প্রতিদিনের কাজ সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের হয়রানির প্রতিবাদে জনতার পথ অবরোধ সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। সোনামুড়া থানাধীন সাহাপুর সীমান্তের পার্শবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের আসা-যাওয়ার অসুবিধা দূর করার জন্য এবং বিএসএফের হয়রানি বন্ধ করার জন্য রবীন্দ্রনগর বাজারে রাস্তা অবরোধে সামিল হয় এলাকার লোকজন।

শুক্রবার সকালে স্থানীয় জনগণ সোনামুড়া -কাঠালিয়া সড়ক অবরোধ করে। তাদের অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যেতে বিভিন্ন হয়রানির শিকার করে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। এমনকি জরুরি কাজে তাদেরকে সীমান্তের ওপার থেকে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে। অনেক বার সোনামুড়া মহকুমার শাসককে লিখিত ভাবে অভিযোগে জানানোর পরও তাদের সমস্যার সমাধান হয় নি। তাই এইদিন বাধ্য হয়ে তারা সড়ক অবরোধ করে।

সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পরে ঘটনাস্থলে আনা হয় টিএসআর ও বিএসএফ বাহিনী। তখন পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় চার ঘন্টা সড়ক অবরোধ পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা স্থানীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চা বাগানের জমি দখলের চেষ্টা শ্রমিক বিক্ষোভ, পুলিশের হস্তক্ষেপ

আগরতলা, ২৮ আগস্ট (হি. স.)।। চা বাগানের জমি দখলের অভিযোগ এনে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ফটিকছড়ায়। ওই ঘটনায় আগরতলা-সিমনা রাস্তার পাশে কয়েকশ শ্রমিক শুক্রবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, স্থানীয় কমল দেব ওই চা বাগানের জমি দখল করার জন্য রাতের অন্ধকারে বাঁশের বেড়া লাগিয়েছে। লেফুঙ্গা থানার পুলিশ ওই অভিযোগের তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে।

মোহনপুরের ফটিকছড়া চা বাগান-কে কেন্দ্র প্রায় ৫০০ পরিবারের বসবাস। দীর্ঘ সময় ধরে তারা এখানেই থাকছেন। চা বাগান তাদের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করছে। কিন্ত, আজ সকালে ওই চা বাগানের চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেখা তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চা শ্রমিকদের বক্তব্য, শতবর্ষ প্রাচীন ওই চা বাগান-কে ঘিরে বংশানুক্রমে আমাদের বসবাস। কিন্ত, এখন স্থানীয় দুস্কৃতিকারীরা ওই জমি কেড়ে নিতে চাইছে। তারা বাগানের জমি দখলে বেড়া দিয়েছে।

জনৈক চা শ্রমিকের দাবি, আজ সকালে বাগানে বাঁশের বেড়া আমাদের নজরে এসেছে। নজরে আসতেই সকলে মিলে ওই বেড়া খুলে নিয়েছি। রাতের অন্ধকারে বেড়া দেওয়ার ঘটনায় আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। খবর পেয়ে সিধাই ও লেফুঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পুলিশের কাছে চা শ্রমিকরা কমল দেব-র নামে নালিশ জানিয়েছেন।

এ-বিষয়ে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, ফটিকছড়া চা বাগানের রাস্তার পাশে শ্রমিকরা কাজ করতে এসে বাঁশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুনের আসামী করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৮ আগস্ট।। খুনের আসামী করোনা পজেটিভ, পুলিশ মহলে আতঙ্ক। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া থানা এলাকার জগবন্ধু পাড়ায় সঞ্জিত রিয়াং খুনের সাথে জড়িত তার স্ত্রী ভারতী ত্রিপুরা গতকাল নিজেই রইস্যাবাড়ি থানায় গিয়ে আত্ম সমর্থন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত এলাকায় বাসীন্দারা কাজ ও খাদ্যের সংকটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। বিশালগড় এর মধুপুর ফুলতলী এবং মতিনগর সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে কাজ নেই, খাদ্য নেই। তাতে সমস্যায় পড়েছেন প্রায় ৯০ টি পরিবারের লোকজন। ওইসব পরিবারের অনাহার-অর্ধাহারে নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।লক ডাউন ঘোষণার পর থেকেই এসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ কাজ ও খাদ্যের অভাবে চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

এসব বিষয়ে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে ব্লগ কর্তৃপক্ষ সহ রাজ্য সরকারের নজরে আনা হয়েছে ।কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের তরফে এইসব এলাকার গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ ।সীমান্ত লাগোয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার পুকুরের জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। বিশালগড় থানার কলকলিয়া এলাকার একটি পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সুনীল শবর। গত তিনদিন ধরে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিল।এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে বিশালগড় থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অবশেষে পুকুরের জল থেকে নিখোঁজ সুনীল সবরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামাজিক দূরত্বের তোয়াক্কা না করে বামপন্থী নারী সমিতির মিছিল রুখে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আবারো সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটির আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করল পুলিশ ।শুক্রবার পূর্ব-নির্ধারিত অনযায়ী শ্রমজীবী নারী সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে মেলারমাঠ সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

মোট ৭ দফা দাবিতে তারা আন্দোলনে সামিল হওয়ার চেষ্টা করেন ।আন্দোলনকারীরা সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। পার্টি অফিসের সামনে তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়া হয়। আন্দোলনে অংশ নিতে আসা সাংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন ।তিনি অভিযোগ করে বলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শর্ত সাপেক্ষে ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে ভারতীয়দের বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি, দুই দিনে ত্রিপুরা থেকে গেলেন ৯ জন

আগরতলা, ২৮ আগস্ট (হি. স.)।। করোনার প্রকোপে ভারত-বাংলাদেশে যাত্রীদের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কিন্ত, এখন ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভারতের সাথে আলোচনার পর বাংলাদেশ সরকার এই বিশেষ অনুমতি দিয়েছে। তবে, তাতে নির্দিষ্ট শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই শর্ত মেনে তবেই বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয়রা যেতে পারবেন। গত দুই দিনে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ৯ জন ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছেন।

মূলত, বাংলাদেশে ভারতের বহু নাগরিক কর্মরত রয়েছেন। করোনার প্রকোপে অনেকেই ভারতে ফিরে এসেছেন। তাছাড়া, ভারতের অনেক প্রকল্পের কাজ চলছে বাংলাদেশে। সেই প্রকল্পগুলিতে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকরা দেশে ফিরে এসেছিলেন। এখন পুনরায় তারা বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন। সম্প্রতি ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিদেশ সচিবের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে যারা বাংলাদেশে কর্মরত রয়েছেন তাদের কাজে দেওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে ভারতের আবেদনে বাংলাদেশ সরকার সাড়া দিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার তিনটি শর্ত জুড়ে দিয়ে ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ভারতীয়দের অনুমতি দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ভারতীয় নাগরিকের বৈধ ওয়ার্ক ভিসা থাকা বাধ্যতামূলক। সাথে, বাংলাদেশে যাওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোভিড-১৯ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক নেতাদের সাথে জঙ্গী যোগ, বিস্ফোরক মানিক সরকার, উগ্রপন্থার সূত্রপাত সিপিএম আমলে, দাবি বিজেপির

আগরতলা, ২৮ আগস্ট(হি. স.)।। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে সোচ্চার হয়েছে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিম পরিষদীয় দল। মানিক সরকারের সাফ কথা, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সন্ত্রাসবাদীদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তাঁরা আত্মসমর্পনকারী বৈরীদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। এ-কথা শুনে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যর পাল্টা দাবি, সিপিএমের নেতাদের সাথেই সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ রয়েছে। অতীতে তার বহু প্রমান রয়েছে।

আজ সিপিএম পরিষদীয় দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র সাথে দেখা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সাথে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, ত্রিপুরা সন্ত্রাসবাদীরা মাথা চারা দিয়ে উঠছে। এমনটা তিনি প্রকাশিত সংবাদে জানতে পেরেছেন। তাঁর কথায়, কোন কোন রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যোগসাজশ রয়েছে, এমনই খবর সামনে এসেছে। ফলে, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আগামীদিনে ত্রিপুরার শান্তি-র পরিবেশ নষ্ট হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকার সন্ত্রাসবাদ কঠোর হাতে মোকাবিলা করেছে। পুলিশকে মুক্তহস্তে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। অনেক কষ্টে ত্রিপুরায় শান্তি ফিরেছে। তিনি বলেন, ৩৫০-এর অধিক কর্মী, সমর্থক ও জনপ্রতিনিধি সন্ত্রাসবাদের বলি হয়েছেন। তাই, মুখ্যমন্ত্রীকে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য বলেছি। কারণ, আত্মসমর্পনকরী বৈরীদের সাথে রাজনৈতিক নেতারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। তিনি বলেন, পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্ত্রাসবাদীদের ত্রিপুরায় মাথা তুলতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মানিক সরকারের বক্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, আমরা অতীতেও বলেছি সন্ত্রাসবাদের সাথে সিপিএমের যোগাযোগ রয়েছে। তাদের মাধ্যমেই ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার সূত্রপাত। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় হিংসার রাজনীতির সূচনা করেছিল সিপিএম। এখন তাদের বক্তব্যে নতুনত্ব দেখতে পাচ্ছি না।

বিস্তর পরিমাণে গাঁজাসহ চুরাইবাড়িতে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৮ আগস্ট।। পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে চুড়াইবাড়ি থানার সম্মুখের নাকা পয়েন্টেট্টট্ট৮১ছ/১৬৮৯ নম্বরের একটি ডাম্পার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা। উদ্ধারকৃত ৫০ প্যাকেটে ৫০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকা। সাথে আটক পাথর পরিবহনকারী ডাম্পার গাড়ি এবং চালক সত্তার মিয়া (২৪) ও সহ চালক মোঃ সবুজ (২৫)। আটক ডাম্পার গাড়িটি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে আগরতলা থেকে একটি পাথর পরিবহনকারী ডাম্পার গাড়ি দিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বহি রাজ্য পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে ।পুলিশ সুপারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুড়াইবাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ৩১৫ ■ ২৯ আগস্ট ২০২০ ইং ■ ১২ ভাদ্র ■ শনিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের যাঁতাকলে মানুষ রীতিমতো অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে উত্তরণের পথ খুজিবার সময় আসিয়াছে। প্রতিদিনই রাজ্যের কোন না কোন স্থানে একের পর এক হামলা ও পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটিতেছে। তাহাতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত।যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন রক্তাক্ত ঘটনা ঘটিতে শুরু করিয়াছে তাহতে স্বাভাবিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতেছে। বিরোধীরা চলমান বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করিতে বাধার সম্মুখীন হইতেছে। জনস্বার্থে আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার আক্রান্ত হইতেছে বিরোধীরা। এই ধরনের প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই শুভ ইঙ্গিত বহন করিতেছে না।এইসব ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতে শুরু করিলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা নির্বিকার ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন।কখনো বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে গিয়া হামলা , আবার কখনো মিথ্যা অভিযোগে নিরীহদের থানায় ধরিয়া আনিয়া নানাভাবে হয়রানি করা হইতেছে। এইসব ঘটনা যেন রাজ্যে দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া রাজ্যের জনগণ রাজনৈতিক পালাবদল করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে সেই প্রশ্ন সংগত কারনেই প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসিয়াছে আড়াই বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সময়কালের মধ্যে রাজ্যের জনগণ যেসব সুযোগ-সুবিধা পাইবার কথা ছিল সেগুলি কতখানি ভোগ করিতে পারিতেছে ন সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন বিরোধী দলের নেতারা।দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা যা হওয়া উচিত সেটা পালন করিতে গিয়া প্রায় প্রতিদিন আক্রান্ত হইতেছে বিরোধীরা। এই ক্ষেত্রে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়াও প্রশ্ন অতীতে শুরু করিয়াছে।অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করিতে শুরু করিয়াছে বলে অভিযোগ উঠিয়াছে। যাহারা রক্ষকের ভূমিকায় তাহারাই যদি ভক্ষকে পরিণত হন তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াইতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই ধরনের পরিস্থিতির কারণে পুলিশের ওপর মানুষের আস্তা হারাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। এই ধরনের প্রবণতা গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপদজনক। রাজনীতির পালাবদল এর পর পুলিশ যেভাবে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আরও প্রশ্ন চিহ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার দায়িত্ব আরক্ষা প্রশাসনের। আরক্ষা প্রশাসন যদি নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে অনীহা প্রকাশ করে তাহা হইলে সার্বিক পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা কারো র অজানা নয়।বিশেষ করিয়া ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটাইবার অপপ্রয়াস শুরু হইয়াছে।শহর হইতে সমতল ,সমতল হইতে পাহাড় সর্বত্রই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাইবার যে অপপ্রচার শুরু হইয়াছে তাহা যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর সংকট তৈরি করিতে পারে। এইসব বিষয়ে সবকটি রাজনৈতিক দলকেই সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে।

শাসকগোষ্ঠীকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে বিরোধীরা কিন্তু এখন আর আগের মত নেই। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং হামলা চালানোর নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা রহিয়াছে। সেই সীমা যাহাতে অতিক্রান্ত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে ধৈর্যের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা রহিয়াছে। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম হইয়া গেলে রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু পাল্টা প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইবে। সেই সময়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অনেকটাই কষ্টকর হইয়া। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। অতএব সাধু সাবধান। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করিয়া প্রকৃত অর্থেই জনকল্যাণে কাজ করিতে হইবে।

সুশান্ত মৃত্যু-মামলা : এবার সিবিআই জেরার মুখে রিয়া চক্রবর্তী

মুম্বই, ২৮ আগস্ট (হি.স.): অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুত রহস্যমৃত্যু-মামলায় এবার সিবিআই-এর মুখোমুখি হলেন রিয়া চক্রবর্তী। সুশান্তের মৃত্যু-মামলায় রিয়াকে সমন পাঠিয়েছিল সিবিআই, সমন পাওয়ার পর শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ ডিআরডিও গেস্ট হাউসে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন রিয়া। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী। মনে করা হচ্ছে অভিনেত্রীকে কয়েক ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ জেরা করবেন গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার রিয়ার ভাই শৌভিককেও অনেক ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। শুরু হওয়ার ১৪ ঘণ্টা পরে রাত ১টা নাগাদ শেষ হয় শৌভিকের ম্যারাথন জেরাপর্ব। এর আগে ইডি-র মুখোমুখিও হয়েছেন ভাইবোন। এদিন সুশান্ত সিং রাজপুতের বন্ধু সিদ্ধার্থ পিথানিও ডিআরডিও গেস্ট হাউসে আসেন। তাঁকেও এদিন জেরা করবেন সিবিআই গোয়েন্দারা। ডিআরডিও গেস্ট হাউসে আসেন রিয়া ঘনিষ্ঠ স্যামুয়েল মিরান্ডাও। গত ১৪ জুন মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতে উদ্ধার হয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের ঝুলন্ত দেহ। তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই চাঞ্চল্যকর দিক সামনে আসছে। প্রথমে ঘটনার তদন্ত করছিল মুম্বই পুলিশ। কিন্তু পরে সুশান্তের বাবা কে কে সিং অভিযোগ দায়ের করেন পটনার রাজীবনগর থানায়। তাঁর অভিযোগ, সুশান্তের অর্থ নয়ছয় করেছেন রিয়া এবং চক্রবর্তী পরিবারের বাকি সদস্যরা। সুশান্তের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে বিহার পুলিশও এই তদন্তে শামিল হয়। গত ১৯ আগস্ট তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পরের দিন থেকেই সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেককেই ইতিমধ্যে জেরা করেছেন গোয়েন্দারা। সিবিআই ছাড়াও রহস্যের তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি এবং নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)।

এদিন সুশান্তের আত্মীয় এবং বিহারের বিজেপি বিধায়ক নীরজ কুমার সিং বাবলু জানিয়েছেন, সিবিআই, ইডিএ এবং এনসিবি-র তদন্ত থেকে পালাতে পারবে না রিয়া। আমরা চাইছি দ্রুত তদন্ত শেষ হোক এবং রিয়াকে গ্রেফতার করা হোক।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : আর মাত্র ক'মাস বাকি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের। তার আগে এটাই শেষ ২৮ আগস্ট, মানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। স্বাভাবিক ভাবেই ঘাসফুল শিবিরের তরুন প্রজন্ম আজ তাকিয়ে থাকবেন দলনেত্রীর অভিমুখেই।

নেত্রী কী বলেন, কী নির্দেশ দেন, কোন কোন কর্মসূচী পালনের বার্তা দেন সে সব কিছুর দিকেই তাকিয়ে থাকবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা। তবে এবারে করোনা পরিস্থিতিতে দলের এই রকম ভাবে প্রতিষ্ঠা দিবসের অভিজ্ঞতা আগে কখনও কারও হয়নি। তাই গোটা সভা কার্যত পরিচালিত হবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, একই সঙ্গে এবারই প্রথম দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী থাকছে। সব মিলিয়ে এই করোনার মধ্যেই প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মৃতি থেকে যাবে চিরকাল। এদিনের গোটা কর্মসূচী ভাগ করা হয়েছে ২-৩ ভাগে। প্রথমে সকালের দিকে নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে যেখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট রয়েছে সেখানে সেখানে দলের পতাকা তুলবেন সেই সব ইউনিটের সদস্যরা। এরপরই তাঁরা মিছিল করে রওনা দেবেন ধর্মতলায় গান্ধি মূর্তির পাদদেশের উদ্দেশ্যে। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, সঙ্গে মুখে মাস্ক এ সব মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুপুর ১২টা নাগাদ শুরু হওয়ার কথা গান্ধি মূর্তির পাদদেশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ। কেন্দ্রীয় জয়েন্ট ও নিট পরীক্ষা বাতিল না করার প্রতিবাদে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে এই বিক্ষোভ সমাবেশ।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে চিন এবং পাকিস্তানকে একসাথে যোগ্য জবাব দিতে পারবে কি ভারত

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট : ভারত-চিন সীমান্তে এখনও উত্তেজনা রয়েছে এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে গোলাবারুদ এখনও চলছে। অর্থাৎ সীমান্তে প্রতিদিন ভারত একই সাথে তার দু”টি শত্রু দেশের মুখোমুখি হচ্ছে। এই উভয় দেশই বার বার প্রমাণ করেছে যে তারা নিজেদের কোনওদিন সংশোধন করবে না। আপনি তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আশা করতে পারবেন না। তাদের ডিএনএ ভারতের বিরোধী। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে এই প্রতিবেশী দেশগুলির ঘৃণ্য মনোবাসনা বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারতকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। অটলবিহারী বাজপেয়ী বারবার বলতেন যে ”আপনি আপনার বন্ধু পরিবর্তন করতে পারেন, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিবেশীদের পরিবর্তন করতে পারবেন না।” এখানেই শেষ হয় না। এই দু”শত্রু দেশও একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কমপক্ষে এটি উপরে থেকে দেখতে যা লাগে। তবে কূটনীতিতে একটি দেশ কারও স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নয়। এটাও সম্ভব যে ভারত বিরোধিতা তাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাহলে, যদি ভারতের সাথে কখনও চিনের সাথে যুদ্ধ হয় তবে পাকিস্তানও কি খোলামেলাভাবে চিনের পক্ষে লড়াই করবে? এর সাথে যদি পাকিস্তানের ভারতের সাথে যুদ্ধ হয় তবে চিনও কি তার বন্ধু দেশ পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করবে? এই প্রশ্নগুলি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং জি প্রকাশ্যেই বলছেন যে ভারত-চিন যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান চুপ করে বসে থাকবে না। চিনের অধিকারের জন্যও লড়াই করবে পাকিস্তান। যেহেতু অমরিন্দর সিং সামরিক বিষয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, তাই তাঁর সতর্কতা উপেক্ষা করা যায় না।

সীমান্তে শান্তির সম্ভাবনা কম

কিছুদিন আগে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিন সেনাদের মধ্যে তীব্র হাতাহাতি হয়েছিল।সেই থেকে সীমান্তে শান্তি বহুদূরের সম্ভাবনা বলে মনে হয়।তবে, উভয় পক্ষই আলোচনা করছে, যাতে পরিবেশটি শান্ত হয়। তবে এটি বিশ্বাস করতে হবে যে এই মুহুর্তে কথোপকথনের ফলাফল ইতিবাচক নয়। চিনের সাথে চলমান সীমান্ত বিরোধের বিষয়ে, রাওয়াতের বক্তব্য সাধারণ ভারতীয়দের আশা জাগাতে পারে যে ভারত যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।রাওয়াত যা বলেছিলেন তাতে কোনও ভুল নেই। এটি একটি স্পষ্ট বিবৃতি।ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি যুদ্ধের পর্যায়ে রয়েছে। ভারত এখন ফ্রান্স থেকে ৫ টি রাফালে বিমান পেয়েছে যা অত্যন্ত শক্তিশালী।

যুদ্ধের জন্য কতটা তৈরি ভারত

ফ্রান্স থেকে কেনা ৩৬ টি আধুনিক ও শক্তিশালী রাফালে বিমানের প্রথম ব্যাচ যেখানে পাঁচটি রফাল রয়েছে তা এসে ভারতে পৌঁছেছে। অবশ্যই রাফালে যুদ্ধবিমানের ভারতে আগমন আমাদের সামরিক ইতিহাসের এক নতুন যুগের সূচনা।এই বহু-কার্যকরী বিমানগুলি বায়ুসেনার সক্ষমতায় গাড়ি পরিবর্তন ঘটাবে। রাফেল বিমানের ফ্লাইট চলাকালীন উচ্চতর পারফরম্যান্স রয়েছে। অস্ত্র, রাডার এবং অন্যান্য সেন্সর এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের ক্ষমতাগুলি যুদ্ধের দুর্দান্ত বলে বিবেচিত হয়। রাফেলের আগমন ভারতীয় বিমানবাহিনীকে অনেক শক্তি দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি সঠিক দিকে দিয়ে চলেছে। ভগবান না করুক যদি চিনের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয় তবে চিনের গলা টিপে ধরার শক্তিশালী ব্যবস্থা ভারতীয় সেনাতীয়াহিনী করে ফেলেছে। তবে প্রশ্ন একই, পাকিস্তান কি তাহলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে? আমরা যদি ফিরে তাকাই তবে ১৯৬২ সালে চিনের সাথে ভারতের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানও এর পক্ষে লড়াই করতে চেয়েছিল। তবে সে দেশের শীর্ষ পর্যায় কোন রকমের ঐক্যমত্য না হওয়ার কারণে যুদ্ধের পদক্ষেপ নেওয়া থেকে পিছিয়ে আসে পাকিস্তান। অন্যদিকে, পাকিস্তান ১৯৬৫, ১৯৭১ সালে ভারতে আক্রমণ করেছিল এবং কারগিল সময়ও চিন নীরব ছিল। যাইহোক, পাকিস্তান ১৯৪৮ সালে আক্রমণও করেছিলেন। তবে তখন পৃথিবী ছিল আলাদা। কথিত আছে যে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান এবং তার বিদেশমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো আশা করেছিলেন যে চিন তাদের অধিকারের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। পাকিস্তান গুজরাটের কচ্চে আক্রমণ করেছিল।পাকিস্তানের স্বল্পদৃষ্টির সেনাপ্রধান মুসা খান কচ্ছের পরে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ শুরু করেছিলেন। তিনি কচ্ছ ও কাশ্মীরের মাধ্যেমে একসঙ্গে ভারতকে শ্বাসরোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের মেরুদন্ড ভেঙেছিল। লাহোর ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখল থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। অর্থাৎ কাশ্মীর দখল করতে চেয়েছিল পাকিস্তান, অন্যদিকে সে ভারতের কাছে লাহোর হারাতে বসেছিল। ভারত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) হাজী পীর পাসটি দখল করেছিল। একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানকে দু ” টুকরো করেছিল ভারত এবং কারগিলের যুদ্ধেও যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছিল। এইসব ক্ষেত্রে বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কোন রকমের সামরিক অভিযান নেয়নি চিন। যাইহোক, এটাও সত্য যে ১৯৭১ তুলনায় বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। চিনের প্রতি পাকিস্তান এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে সে কমিউনিস্ট শাসিত চিনে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। চিনকে না রাগিয়ে তোষণ করে চলাটাই পাকিস্তানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানকে সমর্থন করে আসা সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী পাকিস্তান থেকে পুরো দূরত্ব তৈরি করেছে। গত বছর, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান যখন ইসলামাবাদ সফর করেছিলেন, সংকটবিহীন পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল সৌদি আরব ও পাকিস্তানের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। তবে সম্প্রতি দু”দেশের দূরত্ব ঘটেছে কারণ সৌদি আরব পাকিস্তান অনুসারে কাশ্মীরের বিষয়টি অনুসরণ করেনি।কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তান যা চেয়েছিল সৌদি আরব তা মানেনি। পাকিস্তান চেয়েছিল ভারত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা (৩৭০ ধারা) বিলুপ্ত করার পর সৌদি আরব এর নিন্দা করবে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। সে কারণেই বলা হচ্ছে যে, ভারতের এখন যদি চিনের সাথে যুদ্ধ হয়, তবে পাকিস্তান প্রকাশ্যে চিনের জন্য লড়বে। এই আশঙ্কার আলোকে ভারতকে তার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি আরও সচেতন রাখতে হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

এই নজিরবিহীন বিপর্যয় রোধ করবে কার এমন সাধ্য !

সুগত মারজিৎ

বিপর্যয় অনেক রকমের। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মনুষ্য সৃষ্টি বিপর্যয়। নানা সময়ে দু'রকমের বিপর্যয়ের সামনাসামনিই হতে হয় মানুষকে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয়ও তার নিত্য সঙ্গী। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-সুনামি-খরা-দাবানলের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ-মহামারি এবং সর্বোপতি যুদ্ধ-বিদ্রোহ-দাঙ্গা-সব কিছু মিলেমিশে মানুষের জীবনকে করে তোলে বিপর্যস্ত। সভ্যতাকে করে তোলে সঙ্কটাপন্ন। পরিত্রাণের সমূহ পথ খোঁজে অসহায় বিপর্যস্ত মানুষ। সভ্যতার এই সঙ্কট বা বিপর্যয় বিজ্ঞানের পক্ষেও রোধ করা সম্ভব হয় না।

আসলে সভ্যতা ও সঙ্কট বোধহয় একই মায়ের দুই যমজ সন্তান। একজনের সঙ্গে অন্যজনের সম্পৃক্ততা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, এই দুইয়ের অবস্থান যেন পাশাপাশি ও পাকাপাকি। জলের সঙ্গে মাছের কিম্বা রক্তের সঙ্গে মাংসের যেমন সুনিবিড় সম্পর্ক, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্কটের সম্পর্কও ঠিক তেমনই। মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাই বলে। এখনকার সঙ্কট আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আধুনিক ও উন্নত সভ্যতার কল্যাণে (কিম্বা অকল্যাণে) সঙ্কট কিম্বা বিপর্যয় সর্বজনীনতা পেয়েছে।

সুনামির ভয়ঙ্কর ঘটনা আমাদের অনেকেরই স্মৃতি থেকে এখনও বোধহয় মুছে যায়নি। যাওয়ার কথাও নয়। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে বিশ্বের অন্যত্রও। তার আগ্রাসী থাবা থেকে রেহাই পায়নি অনেক দেশ। আচমকাই সে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য অসহায় মানুষকে। নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছিল অনেক প্রাণ। নষ্ট করেছিল বাড়ি-ঘর সম্পদ। মানুষের সঙ্গে গৃহপালিত পশুও ভেসে গেছে সুনামির থাবায়। তার সেই বেমক্কা কাটিয়ে উঠতে বহু বছর লেগেছিল আধুনিক সভ্যতার। উল্লেখ্য, মাঝে মাঝেই বিভিন্ন নামে চটকদারি সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ওলট-পালট করে দেয় নানা দেশের ভূমিও ভুমিপুত্রদের। সভ্যতার ওপর ছোবল মারে সে। সাজানো গোছানো শহরকে শ্মশানে পরিণত করে। আগাম সতর্কতাও বোধহয় কোনোভাবেই আড়াল করতে পারে না তাণ্ডবনৃত্যকে। সে প্রমাণ করে (পড়ুন চোখে) আঙুল দিয়ে দেখায়) তার কাছে উন্নত দুনিয়ার মানুষও কত-না অসহায়। আর এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, সভ্যতা ও সঙ্কট বোধহয় একই মায়ের দুই সন্তান। কেউ কাউকে ছাড়া চলচে পারে না।

খুব বেশিদিনের কথা নয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞান যখন এখনকার মতো এতটা উন্নত হয়নি, তখন নানা রোগ ব্যাধি মহামারির আকার নিয়ে জনপদ ধ্বংস করে দিত। আঠারো শতকের একেবারে শেষ দিকে কলকাতা জুড়ে প্লেগের ভয়াবহ তাণ্ডবের কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ভগিনী নিবেদিতা তখন কলকাতায়। এই সঙ্কটকালে তাঁর অনন্য ভূমিকা আমাদের অনেকেরই হয়ত বা জানা আছে। কী কঠিন সেবাকার্যে তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে কলকাতা ছেড়ে দলে দলে লোক তখন গ্রামগঞ্জের দিকে পালাচ্ছে।

আগেকার দিনে কলেরা (এখনকার আন্ত্রিকেরই সাবেকি সংস্করঁ) কিম্বা গুটি বসন্ত (স্মল পক্স) কেড়ে নিত অগুণতি মানুষের প্রাণ। কয়েক বছর পর পরই ঘুরেফিরে এই রোগের উপদ্রব দেখা দিত। রোগ দুটি বরাবরই মহামারি আকার নিয়ে ধ্বংসলীলা চালাতে গ্রামের পর গ্রাম। রোগের প্রকোপ গ্রাম শ্মশানে পরিণত হত। পালিয়ে বাঁচারও তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ পরিবার নিয়ে অন্যত্র বসবাসের আর্থিক সঙ্গতি কোথায় সাধারণ গ্রামবাসীদের। অন্যদিকে ওই রোগের চিকিৎসার তেমন কোনো সুযোগও ছিল না। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সঙ্কট বা বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করুন। মনুষ্যসৃষ্ট সেই সঙ্কট বা বিপর্যয় মানুষকে কী চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। জাপানি বোমার হাত থেকে নিজে বাঁচতে এবং পরিবারকে বাঁচাতে দলে দলে মানুষ তখন কলকাতা ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটছেন। যাঁরা নিতান্তই নিরুপায়, গ্রাম-গঞ্জে সপরিবারে মাথা ঠেকানোর মতো জায়গা নেই, তাঁরাই তখন কলকাতা মহানগরে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। একবার ভাবুন তো সেসব দুঃসময়ের কথা। স্মরণে আনলেও শিহরিত হয়ে উঠতে হয় আমাদের। খুব বেশিদিনের কথা নয়। মারণ ব্যাধি এইচআইভি কিম্বা ডেঙ্গুর ভয়ঙ্কর তাণ্ডবও মানুষ দেখেছেন। এই রোগের প্রকোপ অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ডেঙ্গু অসময়ে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অনেক তরতাজা প্রাণ। তবে তা কখনো মহামারির আকার নেয়নি। অন্যদিকে এইচআইভি-আক্রান্ত রোগীদের অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। এবং এখনও হয়। কী পরিবার , কী পাড়া প্রতিবেসী কী সমাজ কী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান-সর্বত্র এই রোগীদের অন্যচোখে দেখা হয়। সংক্রামক ব্যাধি বটে, কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয় সভ্য মনুষের অমানবিক আচরণ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরাধরি করে একদিকে সভ্যতার উন্নতি যেমন ঘটে চলেছে অন্যদিকে তারই পাশাপাশি (কিম্বা সমান্তরালভাবে) সঙ্কটও একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়েছে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্কট বা বিপর্যয়কেও গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। কারণ অনেক উন্নতি'র সঙ্গেই ছড়িয়ে আছে সঙ্কটের শিকড়। বিশেষজ্ঞদের সাবদানবাণী আমাদের অনেকেরই মোটেই পছন্দ নয়। তাই তাঁদের আগাম ও প্রয়োজনীয় বাধা নিষেধ অনেক সময়েই মেনে চলার ন্যূনতম প্রয়োজনই বোধ করি না আমরা। এটাই বাস্তব।

যদি ও এবারের সঙ্কট বা বিপর্যয় একেবারেই স্বতন্ত্র। এই সঙ্কট বা বিপর্যয় শুধু আমাদের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বজুড়েই এর তাণ্ডবলীলা চলছে। কয়েক মাসের মধ্যেই সে উন্নত অনুন্নত নির্বিশেষে মানব সভ্যতার ভিতই আশ্চর্যজনকভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যুর ঢল নেমে এসেছে এই ধরায়। সংবাদমাধ্যমে শুধু মৃত্যুর পরিসংখ্যান। প্রতিদিন কতজন আক্রান্ত আর কতজনের মৃত্যু। আক্রান্ত আর মৃত্যুর সেই হিসেব দেখে জীবিতেরা আতঙ্কি। সতর্ক চোখ-কান-শুধু মৃত্যুর হিসেবে ব্যস্ত।

কেউ জানেন না করোনা ভাইরাস মৃত্যুর সেই থাবা কখন এবং কীভাবে তার ঘাড়ে এসে পড়বে। একে তো নতুন রোগ, তাও আবার ভীষণভাবেই সংক্রমক। চিকিৎসারও কোনো সুযোগ নেই। ফলে আতঙ্কে কেউ রোগীর কাঠে ঘেঁষতে চান না। অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরাও অসুস্থকে বহন করতে নারাজ। এবার কোনো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক, নার্স কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা বেঁকে বসলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবতেও আতঙ্কিত হতে হয়। প্রত্যেকেরই প্রাণের মায়া আছে। সংক্রমণ এড়াতে তাঁরা গণছুটি নিলে কী হবে কেউ জানে না। খবরের প্রকাশ, শ্মশানকর্মীরাও নাকি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতুদেহ সৎকারে হাত দিতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন। যদি ওই অজানা ভয়ঙ্কর ভাইরাস তাঁদেরকেও বিপদে (পড়ুন মৃত্যুর মুখে) ফেলে দেয়, যার সম্ভাবনাও একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মৃত্যুভয় আমাদের সবারই আছে। তা তিনি শ্মশানকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, কিম্বা সচিবালয়কর্মী যাই হোন না কেন। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতিতে বিশ্বাসী পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ। যাঁরা ব্যতিক্রম, শতাংশের বিচারে তাঁদের সংখ্যা এতটাই কম যে তাঁরা কোনো আলোচনাতেই আসেন না।

প্রথমে সাতদিন এবং পরে আরো চোদ্দদিন লকডাউন ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর দফায় দফায় বেড়েছে লকডাউনের দিনসংখ্যা। করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে এছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই একথা আজ অনেকেই জেনে গেছেন। এই মুহূর্তে অন্য কোনো পথ আমাদের কারো জানা নেই। অন্যদিকে লকডাউনের ফলে বাজারহাট, দোকানপাট অধিকাংশই প্রায় বন্ধ। কিছু সময়ের জন্য খোলা হলেও অত্যাবশক জিনিসপত্র নেই। যদিওবা সামান্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম এবং দামও বেশি চড়া। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা আরও বাড়ছে। অত্যাবশক পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা বিপন্ন হলে বাড়তি বিপর্যয় বা চূড়ান্ত সঙ্ক নেমে আসবে সাধারণ মানুষের জীবনে। সরকার সতর্ক না হলে দ্বিতীয় বিপর্যয় নেমে আসার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়বে যা করোনা ভাইরাসের চেয়েও কম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> শ্মশানকর্মীরাও নাকি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতুদেহ সৎকারে হাত দিতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন। যদি ওই অজানা ভয়ঙ্কর ভাইরাস তাঁদেরকেও বিপদে (পড়ুন মৃত্যুর মুখে) ফেলে দেয়, যার সম্ভাবনাও একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মৃত্যুভয় আমাদের সবারই আছে। তা তিনি শ্মশানকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী কিম্বা সচিবালয়কর্মী যাই হোন না কেন। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতিতে বিশ্বাসী পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ। যাঁরা ব্যতিক্রম, শতাংশের বিচারে তাঁদের সংখ্যা এতটাই কম যে তাঁরা কোনো আলোচনাতেই আসেন না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করবুকে প্রস্তাবিত ডিগ্রি কলেজের জায়গায় পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

স্ত্রীর দাবি নিয়ে সন্তানসহ বাংলাদেশে ভারতীয় নারী

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৮।। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের ওবায়দুল হক চার বছর আগে ভারতে যান কাজ করতে। সেখানে প্রথমে প্রেম তারপর বিয়ে হয় উত্তর প্রদেশের ব্লাশপুর ছত্রিশগড় রাজ্যের মঙ্গলী জেলার জেড়াগাও থানার মৃত ফাগুরাম সাউ ও রাজকুমারী দম্পতির মেয়ে শ্রীমতি সুনিয়া সাউ (২৯) এর সাথে। বাংলাদেশি ও ভারতীয় এই দম্পতির সংসারে জন্ম নেয় একটি ছেলে সন্তান। এরপর স্ত্রী-সন্তান রেখে দেশে ফেরেন ওবায়দুল।

এ ঘটনার দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও ওবায়দুল আর ফিরে যাননি ভারতে। ফিরবেন কেমন করে, বাংলাদেশেও যে তার স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় নারী সুনিয়া সাউ ছেলেকে নিয়ে পড়েন বিপাকে। সন্তানের পিতৃ পরিচয় আর সমাজের নানা প্রশ্নের জবাব মেলাতে না পেরে বাধ্য হয়ে স্ত্রীর অধিকার আর সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের দাবিতে সীমান্ত পথে কোনও নিয়ম না মেনে অনুপ্রবেশ করেন বাংলাদেশে। প্রায় এক মাস ধরে ওই নারী সন্তানসহ বাংলাদেশে স্বামী ওবায়দুলের বাড়িতে অবস্থান করছেন। ওবাইদুল হকের বাড়ি উপজেলার সীমান্তঘেষা কাশিপুর ইউনিয়নের অনন্তপুর চানদোলার পাড় গ্রামে।

ওবায়দুল জানান, গত ২৫ জুলাই দুই দেশের দালালের মাধ্যমে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী সীমান্ত পেরিয়ে সন্তানসহ বাংলাদেশে আসেন সুনিয়া। স্থানীয়দের চোখের আড়ালে গত এক মাস ধরে তার বাড়িতে ঘর-সংসার করছেন তিনি। ভারতীয় নারীকে বিয়ের কথা স্বীকার করে ওবাইদুল বলেন, "ভারতে কাজ করতে গিয়ে আমি বৈধভাবে ভারতে তাকে বিয়ে করেছি এবং আমাদের তিন বছরের একটি ছেলে সন্তান আছে।"

ভারতীয় ওই নারী বলেন, "প্রেম করে চার বছর আগেই ভারতের দিল্লীতে আমরা বিয়ে করেছি। পরিবারের মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশে স্বামীর বাড়িতে এসেছি। আমাদের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। তাই আমি এখানেই ঘর-সংসার করে থাকতে চাই।"

স্থানীয় অধিবাসী আফজাল হোসেন, মতিয়ার রহমান ও সিরাজুল ইসলাম জানান, এক মাস ধরে ভারতীয় ওই নারী সন্তানসহ ওবায়দুলের বাড়িতে থাকলেও এতোদিন তা প্রকাশ পায়নি। ওবায়দুলের প্রথম স্ত্রী কল্পনা বেগম স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিয়ে এক মাস ধরে সংসার করলেও গত কয়েকদিন ধরে কল্পনা বেগমের সাথে স্বামী ওবাইদুল হকের বিবাদ হওয়ায় ভারতীয় নারীকে বিয়ের বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আর এতেই বাগড়া দেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। তারা ওই নারীকে তার সন্তানসহ বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে গেছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় ওই নারীকে তার সন্তানসহ বিজিবি ১৫ ব্যাটালিয়নের অনন্তপুর ক্যাম্পে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিবি লালমনিরহাট ১৫ ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল আলম বলেন, "ওই নারী সীমান্তপথে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। আমরা তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবো। পরে পুলিশ এবং আদালত তাদের ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।"

সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের মঞ্জুরিকৃত ছাত্রবৃত্তির ৫০১ কোটি লুট, সিআইডি তদন্ত শুরু, জানান চেয়ারম্যান মমিনুল

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ছাত্রবৃত্তির নামে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের মঞ্জুরিকৃত ৫০১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে। সম্প্রতি বৃহৎ পরিমাণের এই অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে উত্থাপিত করে এ ব্যাপারে তদন্ত দাবি করেছিলেন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ মুমিনুল আওয়াল গরিয়া। আওয়ালের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপুল পরিমাণের ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখমন্ত্রীর নির্দেশে গতকাল থেকে সিআইডি শুরু করেছে এর প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া।

ছাত্রবৃত্তির নামে বিগতদিনে বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে আজ শুক্রবার গুয়াহাটিতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে চেয়ারম্যান মমিনুল আওয়াল জানান, বিশাল অঙ্কের এই দুর্নীতির প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত সিআইডি এবং বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারের কাছে বোর্ডের তরফে ১৭টি অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন আদালত থেকে আইনের গ্যাঁড়াকলের ফাঁক গলিয়ে জামিন পেয়েছেন। ছাত্রবৃত্তির টাকা আত্মসাতের বৃহৎ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কিছুসংখ্যক স্কুলের প্রধানশিক্ষকও জড়িত।

সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির টাকায় সংঘটিত এই কেলেঙ্কারিকে সর্বকালের বৃহৎ কেলেঙ্কারি আখ্যা দিয়ে মমিনুল আওয়াল বলেন, ছাত্রবৃত্তির জন্য অসমের এক হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করেছিল। ছাত্রবৃত্তির নামে ৫০১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশ টাকাই দালালচক্র ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষকরা মিলে আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে সর্বত্র। এই বৃহৎ কেলেঙ্কারির তদন্ত করতে একটি কমিটি গঠন করার অনুরোধ জানিয়ে ২৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মমিনুল। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গোটা ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিআইডি-র হাতে দায়িত্ব সমঝে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ফলে গতকাল থেকে সিআইডি কর্তারা প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করে দুর্নীতেতে জড়িত দুজনকে গ্রেফতার করেছে।

আজ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের দুই কর্মচারীকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। মমিনুল বলেন, ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির সঙ্গে নগাঁওয়ের ৫১টি ব্যাঙ্ক সেবা কেন্দ্র (সিএসপি) জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এ সম্পর্কিত তথ্য-সংবলিত কাগজপত্র পুলিশের কাছে জমা পড়েছে। হামি একে রসুল কলেজ নামের এক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহজনক ৩২২ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ৩০ হাজার করে মোট ৯৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা জড়িত রয়েছেন এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বত্বাধিকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। বকো বিধানসভা এলাকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবৃত্তির অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই দুর্নীতিতে একাংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিও জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি। বলেন, বরাক উপত্যকায় সংঘটিত এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত বলে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর কতিপয় নেতা-উপনেতার নামও প্রকাশ্যে এসেছে। বিজেপির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিও এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে লিপ্ত রয়েছেন বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন মমিনুল আওয়াল। তাঁর আশা, তদন্তে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে সামনে চলে আসবে।

অন্যদিকে বিধানসভায় তিনজন সংখ্যালঘু বিধায়ক তাঁর বিরুদ্ধে বহুবার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে লম্ফঝম্ফ করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আওয়াল বলেন, সেই সব সংখ্যালঘু বিধায়কদের ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারিতে জড়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিজের স্থিতি প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে এই বৃহৎ কেলেঙ্কারির বিষয়ে তাঁরা রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করছেন। বরাকের একজন সংখ্যালঘু বিধায়কও কতবার কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। ছাত্রবৃত্তি দুর্নীতির সঙ্গে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর একাংশ বিধায়ক জড়িত বলে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাঁরা মৌনতা অবলম্বন করছেন। বলেন, রুপহি- সামাগুড়ি সহ কয়েকজন সংখ্যালঘু বিধায়ক বিশাল এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই কংগ্রেস বা এআইইউডিএফ দলের সঙ্গে জড়িত, দাবি মমিনুলের।

ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির কোনও অভিযোগ থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদে জানানোর আহ্বানও জানান মমিনুল আওয়াল গরিয়া। পাশাপাশি এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতাও চেয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে অনেকেই এই দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ পর্ষদে পাঠিয়েছেন। সিআইডি তদন্তে দুর্নীতির সব তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে তদন্তকারী সংস্থা সক্ষম হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মমিনুল আওয়াল।

তিনি বলেন, জাতি-মাটি-ভিটে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার। সর্বানন্দকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী বলে অভিহিত করে মমিনুল বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন কঠোর স্থিতি গ্রহণ করে সনোয়াল ব্যতিক্রম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জনগণের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর কঠোর স্থিতির জন্যই এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত প্রত্যেকেই গ্রেফতার হয়েছেন। অনুরূপভাবে ছাত্রবৃত্তি কেলেঙ্কারির সিআইডি তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো এই মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তিনি অসমের ঐতিহ্যবাহী সত্রসমূহের জমি বেদখলমুক্ত করে উন্নয়নের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে অসম সাহিত্য সভাকে অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। জাতি-মাটি-ভিটে রক্ষার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের বহু ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে কোকোর ঘুষ, চীনা কোম্পানিগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৮।। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে গত বুধবার টেলিকনফারেন্সে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দেশটির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য দফতরের দুই কর্মকর্তা। সংবাদ সম্মেলনের বিষয় ছিলো 'চীনা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দফতরের নিষেধাজ্ঞা এবং চীনের নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির উপর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের ভিসা নিষেধাজ্ঞা'। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দফতর দণি চীন সাগরের বিতর্কিত ভূমিকার জন্য গত বুধবার সন্ধ্যায় চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানির (সিসিসিসি) সাবসিডিয়ারি চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করেছে। এ সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে চীনা কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ঘুষ নেয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। এ বিষয়টি স্থান পেয়েছে পররাষ্ট্র দফতরে প্রকাশিত ট্রান্সক্রিপ্টেও।

সংবাদ সম্মেলনে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতারণা ও দুর্নীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ফিলিপাইনে মহাসড়কের কাজের জন্য দরপত্রে জালিয়াতির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ২০০৯ সালে সিসিসিসি-কে কালো তালিকাভুক্ত করে। মালয়েশিয়ায় আমরা বিগত বছরগুলোতে সিসিসিসির রেল প্রকল্প ও সিসিসিসি বেল্ট অ্যান্ড রোড ব্যবস্থার বিষয়ে নতুন করে পুনর্বিবেচনা নিয়ে বড় বিতর্ক, দুর্নীতির অভিযোগ দেখেছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অনুযায়ী, একজন কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয়ায় বাংলাদেশ সিসিসিসির সাবসিডিয়ারি চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিকে প্রকল্পগুলোর জন্য কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এছাড়াও ৯ বছর আগে, বাংলাদেশের আদালত একজন বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকে চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির ঘুষ দেয়ার প্রমাণ পেয়েছেন। এরপর আদালত তাকে কারাদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া তিনি কেনিয়ায় ও সিসিসিসির সাবসিডিয়ারি চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজের 'দুর্ভাগ্যজনক' বিভিন্ন চর্চার কথা তুলে ধরেন। পররাষ্ট্র দফতরের ওই কর্মকর্তা বলেন, কোম্পানিগুলো চীনের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করে। দণি চীন সাগর জিবুতি বন্দর ও অন্যান্য স্থানে এমনটিই দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর ঘুষ নেয়ার অভিযোগের কথা এর আগেও বলেছিলো যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৯ সালের ৯ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিষয়ক দফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বুশের প্রায় ৩০ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নেয়ার কথা জানিয়েছিলো। তাদের সেই তথ্য অনুযায়ী, সিমেন্স এজি এবং চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কাজ পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে এই ঘুষ লেনদেন হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের ঠিকাদার কাজে নিযুক্তির জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে কোকো চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নেন। চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজটি পেয়েছিলো ২০০৫ সালে। ২০০৯ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন কোকোর বিরুদ্ধে মামলা করে। ওই মামলায় ২০১১ সালে আদালত ৬ বছরের কারাদণ্ড দেয় কোকোকে। এর আগে অর্থপাচারের অভিযোগে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কোকোকে গ্রেফতার করা হয়। ২০০৮ সালে ১৭ জুলাই প্যারোলে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডে যান। এরপর তিনি প্যারোলের শর্ত ভেঙে পাড়ি জমান মালয়েশিয়ায়। শর্ত ভাঙায় বাংলাদেশ সরকার প্যারোল বাতিল করলেও কোকো জীবিত অবস্থায় আর দেশে ফেরেননি। ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়ায় মারা যান তিনি।

মাইবাং রেলস্টেশনে পদসেতু নির্মাণের দাবিতে ধরনা ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের

মাইবাং (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : মাইবাং রেল স্টেশনে পদসেতু নির্মাণের দাবিতে শুক্রবার ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন। গত ২৫ আগস্ট মাইবাং স্টেশনে রেললাইন পার হয়ে মাইবাং বাজারে যাওয়ার পথে লামডিং থেকে বদরপুর অভিমুখী একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় জনৈক ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত রেল লাইন পার হওয়ার পথে তিন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে।

দীর্ঘদিন থেকে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সহ মাইবাঙের বিভিন্ন সংগঠন মাইবাং স্টেশনে পদসেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে দিল্লিতে রেলমন্ত্রক এবং গুয়াহাটিতে অবস্থিত উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে বার কয়েক স্মারকপত্র দিয়েছে। কিন্তু এর পরও সরকার কিংবা রেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যার দরুন এ ধরনের দুর্ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে।

শুক্রবার মাইবাং স্টেশনে প্রতিবাদস্থলে অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মাইবাং শাখার সভাপতি থাইসোডাও কেম্প্রাই জানান, ২০১৫ সাল থেকে মাইবাং স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবিতে আডসু এবং মাইবাঙের বিভিন্ন দল সংগঠন মিলে রেলমন্ত্রী, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরও এ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

মাইবাং স্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য কোনও ফুট ওভারব্রিজ নেই। যার জন্য এখন পর্যন্ত ট্রেনের ধাক্কায় তিন জন প্রাণ হারিয়েছেন। গত ২৫ আগস্ট হাজাডিসার দিগেরক্র গ্রামের জয়পর ফংলো নামের এক ব্যক্তি রেল লাইন পার হওয়ার সময় লামডিং থেকে বদরপুরগামী পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তাই অবিলম্বে মাইবাং স্টেশনে পদসেতু নির্মাণের দাবিতে আজ এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান আডসু-র মাইবাং শাখার সভাপতি থাইসোডাও কেম্প্রাই।

সামসীতে অটো ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৪

সামসী, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : মালদার সামসী-গাজোল ৮১ নং জাতীয় সড়কের শ্রীপুর এলাকায় অটো ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে ৪ জন জখম হলেন। সংঘর্ষের জেরে দুটি গাড়ি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়েও যায়। শুক্রবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহতদের উদ্ধার করে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোলের দিক থেকে একটি অটো যাত্রী বোঝাই করে সামসীর দিকে যাচ্ছিল।শ্রীপুরের কাছে একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই অটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। অটো ও টোটোটি রাস্তার পাশের একটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়।

ডিমা হাসাও জেলায় তিন কংগ্রেস নেতার বিজেপিতে যোগদান

হাফলং (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় দল বদলের পালা অব্যাহত রেয়েছে। একের পর এক নেতা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দিচ্ছেন। রাজ্যে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সব দলই ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়েছে গোটা রাজ্যে। শুক্রবার কংগ্রেস নেতা কুর রংপি সহ মোট তিন জন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আজ বিজেপির জেলা সভাপতি দনপাইনান থাওসেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা, ইএম নন্দিতা গারলোসা, নম্রথাং মার, পরিষদ সদস্য লিটন চক্রবর্তী, ঈশ্বরীপ্রসাদ জৈইশির উপস্থিতিতে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা উমরাংসো গরমপানি মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি কুর রংপি গেরুয়া দলে যোগদান করেছেন। গেরুয়া বসন পরে কুর বলেন, বিজেপির নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই দলে যোগদান করেছেন। কুর রংপি বলেন, দেবোলাল গারলোসার নেতৃত্বে ডিমা হাসাও জেলা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি জেলার সার্বিক বিকাশে দলের স্বার্থে সকলের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করে যাবেন বলে জানান কুর রংপি।

ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে দ্রুত পাবে বাংলাদেশ:জাহিদ মালেক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৮।। করোনাভাইরাসের কার্যকর ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে বাংলাদেশ দ্রুতই পাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। শুক্রবার মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুস সালামের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলে দোয়া মাহফিলের পর তিনি এ তথ্য জানান। মন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে আমরা দ্রুত পাবো। সামনের দিনগুলোতে আর মাস্ক পরতে হবে না। তবে ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে মাস্ক পরার আহ্বান জানান তিনি।তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনো করোনায় মুত্যুর সংখ্যা খুব কম। যেখানে ভারতে মারা গেছেন ৭০ হাজার মানুষ। আমেরিকায় ২ লাখ মানুষ মারা গেছেন। আর বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার এবং সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ। তবুও আমরা করোনায় আর একটি মুত্যুও চাই না।

হাইলাকান্দিতে সরকারি কর্মচারীদের কোভিড টেস্ট অব্যাহত

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় সরকারি কর্মচারী সহ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত আরটি-পিসিআর টেস্ট অব্যাহত রয়েছে। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সরকারি বিভাগের স্থায়ী অস্থায়ী কর্মচারীদের লালারস পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শক তথা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক ইকবাল হুসেন বড়ভুইয়াঁ এবং জেলার তিনটি শিক্ষা ব্লকের অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরটি-পিসিআর টেস্ট করাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. এ বর্মণ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাবির নিশাদকে জানান, হাইলাকান্দি জেলায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোভিড টেস্ট স্থগিত রাখার কোনও নির্দেশ তিনি এখনও পাননি। এদিকে, রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের কমিশনার সেক্রেটারি প্রীতম শইকিয়া গত ২৭ আগস্ট এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, বরাক উপত্যকায় লকডাউন থাকার জন্য প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সরকারি বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সোয়াব পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল।

শিলচর মেডিক্যালে আরও দুই করোনাক্রান্তের মৃত্যু

শিলচর (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই দুজনের মৃত্যু হয়েছ বলে জানানো হয়েছে। তবে তাঁদের দেহে করোনার সংক্রমণ থাকলেও স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড এখনও তা সরকারিভাবে ঘোষণা করেনি।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা ভাস্কর গুপ্ত এই তথ্য দিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নতুন করোনা সংক্রমিত রোগী ভরতি হয়েছেন ১২ জন। এছাড়া এই সময়কালে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ২২ জন রোগী। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ১৬ জন রোগী রয়েছেন। চারজন রোগী ভেন্টিলেশন সাপোর্টে এবং ২১ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ১৮৭ জন পুরুষ এবং ৭৫ জন মহিলা সহ রয়েছেন ২৬২ জন রোগী।

ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার চেয়ে জীবনের মূল্য বেশি, করোনা আবহে ১ সেপ্টেম্বর নয়, ডিসেম্বরের পর স্কুল খোলার আর্জি প্রাক্তন ছাত্রনেতার

শিলচর (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের বর্তমান করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনই খোলার উদ্যোগ সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। মনে করেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

এক প্রেসবার্তায় প্রাক্তন ছাত্র নেতা দত্তরায় বলেন, ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার চেয়ে জীবনের মূল্য অধিকতর বেশি। সরকার এখন পর্যন্ত করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা বা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তাই এমন শোচনীয় অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের জন্য আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল খোলার পদক্ষেপ মোটেই সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। তাই তিনি আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল কলেজ খুলতে রাজ্যের শিক্ষা দফতর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা কোনও অবস্থায় কার্যকর না করতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে অন্তত পক্ষে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা উচিত। এর আগে খোলার চেষ্টা না করা ছাত্রছাত্রী ও জনগণের জন্য নিরাপদ হবে। একটা শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হোক সেটা এমন বড় কথা নয়, পড়ুয়াদের জীবনের মূল্য থেকে তাদের পড়াশোনা অধিক মূল্যবান নয়। জীবনটাই মূল্যবান, মনে করেন প্রদীপ।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, অসম আন্দোলনের সময়ও একটা শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়েছিল। তাতে এমন কোনও যায় আসেনি। তাই এবার আরও একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হলেও তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। ছাত্রছাত্রীরা বেঁচে থাকলে পড়াশোনার বিষয়ে যে কোনওভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে। তাই অন্তত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়।

প্রেস বার্তায় তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার দুরবস্থা সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতার জন্য চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সময়ে মেডিক্যাল কলেজের অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও অনুন্নত পরিকাঠমোর বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানিয়েও লাভ হয়নি। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে অনেক সময় ভালো ভালো খাবারের ছবি পোস্ট করা হয়। অথচ বাস্তবে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আদৌ সে ধরনের ভালো খাবার দেওয়া হয় না। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে হঠাৎ করে ভালো ভালো খাবারের থালার ছবি পোস্ট করে জনগণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে।

এজন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশও করেছেন। আরও বলেন, রোগীদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্মীরা প্রায়ই দুর্ব্যবহার করে থাকেন। এমন-কি রোগীর সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ পেয়েছেন একাংশ স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

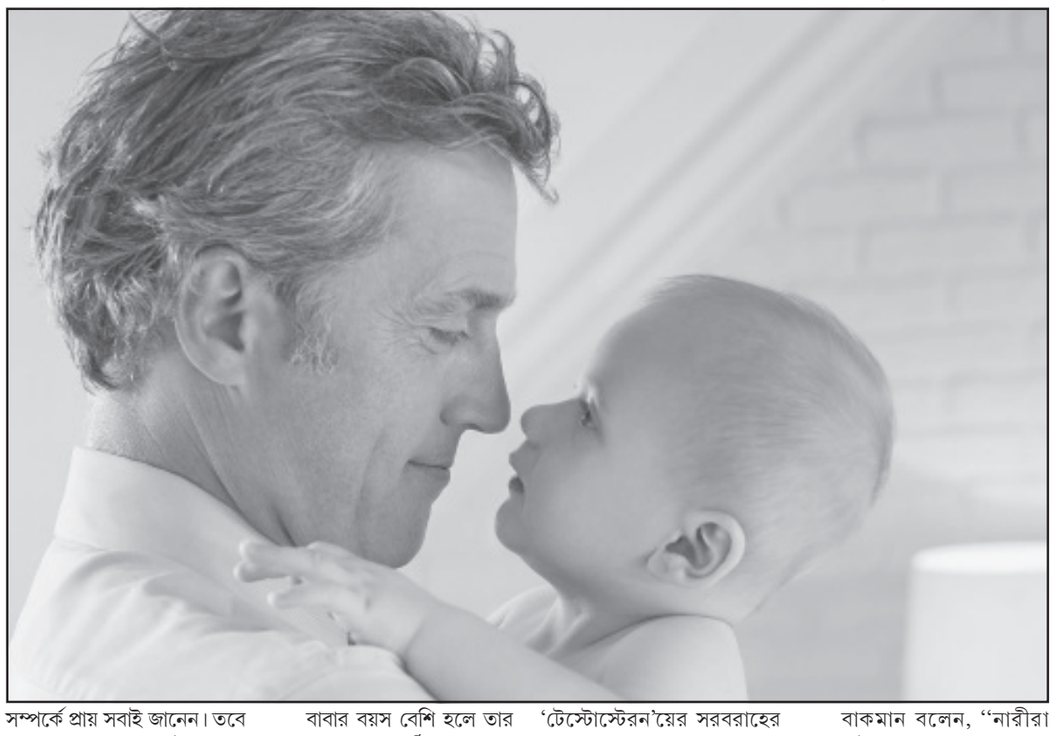

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সূত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, ''নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা 'বায়োলজিকাল ক্লক' যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।''

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, ''যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।''

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার'স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল'য়ের উইমেন'স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, ''বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।''

'ম্যাচুরিটাস' নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন 'জেস্টেশনার ডায়াবেটিস', 'প্রি-এক্লামসিয়া', 'প্রি-টার্ম বার্থ' ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে।

বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ট হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে 'টেস্টোস্টেরন'য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, ''বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।''

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, ''নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।''

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহারার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানের ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, ''তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।''

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি বাড়ায় মসলাদার খাবার

আজকের রাতটা প্রেমময় করে তুলতে চান, তবে স্বামীকে রাতে ঝাল খাবার দিন। কারণ 'হট' খাবার ছেলেদের আরও 'হট' করে তোলে।

আর এই তথ্য গবেষণা করে বের করছেন একদল ফরাসি গবেষক।

তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পুরুষ মসলাদার খাবার বেশি খেতে ভালোবাসেন তাদের শরীরে টেসটসটেরনের মাত্রা বেশি থাকে। আর এই টেসটসটেরন নাকি যৌন ক্রিয়ায় সহায়ক।

১৮ থেকে ৪৪ বছরের ১১৪ জন পুরুষের ওপর ইউনিভার্সিটি অব গ্রনবেলের বিজ্ঞানীরা এই নিরীক্ষা চালান।

তাদেরকে মসলাদার ম্যাশ পটাটো (আলু ভর্তা) খেতে দেওয়া হয় ঝাল সস আর লবণ দিয়ে। কারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খায় সেদিকে গবেষকরা নজর রাখেন। আর যারা বেশি ঝাল সস দিয়ে খাবার খেয়েছেন তাদের লালা সংগ্রহ করেন টেসটসটেরনের মাত্রা নিরূপণ করার জন্য।

তারা দেখতে পান যে ঝাল সস ও টেসটসটেরনের মাত্রার সঙ্গে পরিষ্কার অর্থেই পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের সহরচয়িতা লরেন্ত বেগের উদ্ধৃতি দিয়ে টেলিগ্রাফ জানায়, নিয়মিত মসলাদার খাবার টেসটসটেরনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে এটা কীভাবে কাজ করে তা এখনও জানা যায়নি।

টেসটসটেরনের মাত্রা কমের সঙ্গে আলস্য অথবা বিষাদগ্রস্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

"সাম লাইক ইট হট" নামের এই গবেষণাপত্র ফিজিওলজি অ্যান্ড বিহেইভিয়র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

"ডেইট" সফল করার পন্থা

সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বা বের হচ্ছেন ঘুরতে খেয়াল রাখুন বেশি উত্তেজনা বা ঘাবড়ে গিয়ে যেন দিনটি মাটি না করে দেয়।

আগে দর্শনদারি পরে গুণবিচারি-- ফিমেলফার্স ডটকো ডটইউকে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি পরনের পোশাক যেন

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে অন্তর্বাস

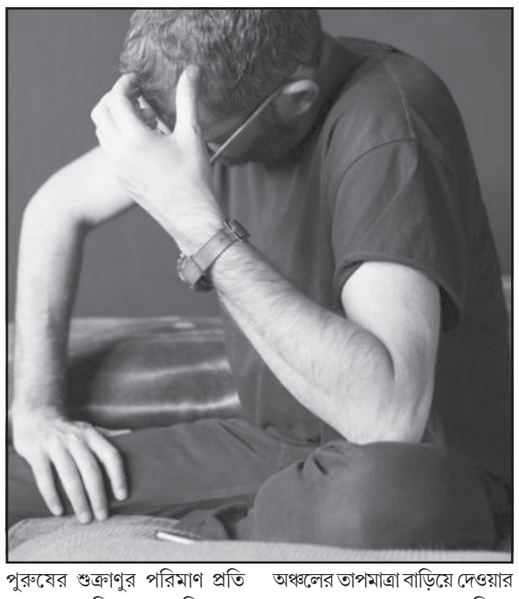

পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার হার বিশ্বব্যাপি হ্রাস পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে, যার একটি কারণ হতে পারে তাদের অন্তর্বাস।

অন্তর্বাস শুক্রাণুর মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। কারণ এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, কী ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করছেন সেটা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

'হিউম্যান রিপ্রোডাকশন' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি ছয়শ জন পুরুষের ওপর করা হয়। দেখা যায়, যারা বক্সার পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা যারা অন্যান্য ধরনের অন্তর্বাস ব্যবহার করেন তাদের তুলনায় ছিল বেশি। অন্তর্বাস বেশি আঁটসাঁট হলে শুক্রাণুর মাত্রা হ্রাস পায়, বলা হয় এই গবেষণায়।

তবে অন্তর্বাসের ধরন পরিবর্তনে কী ফলাফল দাঁড়ায় তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি এই গবেষণায়। কারণ হল একজন পুরুষের শুধু শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার প্রজনন ক্ষমতা কমে গেছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শুক্রাণুর মাত্রা পরিবর্তনশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ইউরোলজিস্ট ডা. সারাহ ভিজ বলেন, ''একজন পুরুষের শুক্রাণুর পরিমাণ প্রতি সপ্তাহ অন্তর বিপুল মাত্রায় ভিন্ন হতে পারে। এই কারণে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা পরিমাপ ভিত্তিক গবেষণাগুলো স্ত্রীর গর্ভধারণের হারের বদলে স্বামীর শুক্রাণুর পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। তারপরও পুরুষের শুক্রাণুর মাত্রা কম হলেই যে তার বাবা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে সে নিয়ে বিতর্ক রয়ে যায়।''

আঁটসাঁট অন্তর্বাস অণ্ডকোষ অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুক্রাণুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ব্যহত করে। কারণ এই ধরনের ছোট প্যান্ট পরলে অণ্ডকোষ একে অপরের সঙ্গে এবং শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে সবসময়। ফলে ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রভাবও সবার ক্ষেত্রে সত্য নয়।

এই গবেষণায় পুরুষের অন্তর্বাসের ধরন এবং শুক্রাণুর মাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে আরও গভীরভাবে। এই গবেষণায় ত্রিশের কোঠায় থাকা ৬৫৬ জন পুরুষকে নিয়ে ২০০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালান গবেষকরা। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিলেন।

তাদের কাছ থেকে বীর্য ও রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ শতাংশ বলেন তারা বক্সার ব্যবহার করেন আর এদের বীর্যর নমুনায় যারা আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের তুলনায় শুক্রাণুর ঘনত্ব ছিল ২৫ শতাংশ বেশি। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, যেসব পুরুষ আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরেন তাদের শুক্রাণুর মাত্রা কম হয়, যা মস্তিষ্কে এই ঘাটতি পুরণের উদ্দেশ্যে 'এফএসএইচ' হরমোনের মাত্রা বাড়ানো সংকেত পাঠায়।

গবেষণার প্রধান লেখক, হার্ভার্ড.টি.এইচ.চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ'য়ের গবেষক লিডিয়া মিঙ্গুয়েজ অ্যালারকন বলেন, ''আমাদের গবেষণার পরামর্শ হল পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে সন্তান গ্রহণের সীদ্ধান্ত নেবেন তখন তার উচিত এই সহজ পরিবর্তনটা তার জীবনে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ আঁটসাঁট অন্তর্বাস ছেড়ে ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার শুরু করা।''

পুরুষের যেসব অদ্ভূত বিষয় নারীর কাছে আকর্ষণীয়

সবার মাঝ থেকে নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে ও নারীদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাধারণ কিছু বিষয় মাথায় রাখুন।

সবার পছন্দ এক নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেই। আর এই ধারণার উপর

ভিত্তি করে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা গেছে পুরুষের কিছু অদ্ভুত বিষয়ের দিকে নারী আকর্ষণ কাজ করে।

সম্পর্কবিষয়ক ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কয়েকটি বিষয় এখানে দেওয়া হল।

এসব বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক। যেগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানে নিজেই করতে পারবেন সেগুলো মাথায় রাখলে অনেকের মাঝে থেকেও নিজেকে নারীদের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়ত বিফলে যাবে না।

চোখের বড় পাপড়ি: যেসব ছেলের চোখের পাপড়ি বড় তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেশি থাকে। যে কোনো নির্দিষ্ট একটা কোণ থেকেই মেয়েরা ছেলেদের চোখের প্রেমে পড়ে যায়। মাস্কারা ছাড়াই চোখের পাপড়ির এই সৌন্দর্যের প্রেমে পড়া দোষের কিছু না।

চশমা: ছেলেরা চশমা পরলে অনেক বেশি আবেদনময় লাগে। তাই চশমা পরা ছেলেদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ বরাবরই বেশি।

দাগ বা ক্ষত চিহ্ন: ছেলের মুখে কোন ক্ষত বা কাটা দাগ থাকলে তা নারীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। তাছাড়া এই ধরনের দাগের পেছনে কোনো না কোনো ঘটনা থাকে যা নারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

পা: পুরুষের পায়ের সৌন্দর্য তাৎক্ষনিকভাবে নারীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই পা ভালো রাখা ও এর যত্ন করা আবশ্যক।

ঘুম ঘুম কণ্ঠ: ঘুমের মধ্যে কথা বললে ছেলেদের কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ও

টেস্টোস্টেরন বাড়ায় যেসব খাবার

এই হরমোনের ঘাটতি হলে পুরুষের শরীরের নানান রকম সমস্যা হতে পারে।

বয়স ত্রিশ পেরোনোর পর পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকৃত হওয়া যায়।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে এমনই কিছু খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদনে ওই খাবারগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

মধু

মধুতে আছে প্রাকৃতিক নিরাময়কারী উপাদান বোরোন। এই খনিজ উপাদান টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে এবং নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা ঠিক রাখে। যা ধমনী সম্প্রসারণ করে লিঙ্গোত্থানে শক্তি সঞ্চার করে।

বাঁধাকপি

এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। আরও আছে ইনডোল থ্রি-কার্বিনল। এই উপাদান স্ত্রী হরমোন ওয়েস্ট্রজেনের পরিমাণ কমিয়ে টেস্টোস্টেরন বেশি কার্যকর করে তোলে।

রসুন

রসুনের আলিসিন যৌগ মানসিক চাপের হরমোন করটিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ফলে টেস্টোস্টেরন ভালোমতো কাজ করে। ভালো ফল পেতে রসুন কাঁচা খাওয়ার অভ্যেস করুন।

ডিম

ডিমে আছে স্যাচারেইটেড ফ্যাট, ওমেগা থ্রিএস, ভিটামিন ডি, কলেস্টেরল এবং প্রোটিন। টেস্টোস্টেরন হরমোন তৈরির জন্য এই উপাদানগুলো জরুরি।

কলা

এই ফলের ব্রোমেলেইন এনজাইম টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। আর দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি সরবরাহের উৎস হিসেবে কাজ করে।

কাঠবাদাম

নারী এবং পুরুষ উভয়ের 'সেক্স ড্রাইভ'য়ের জন্য প্রতিদিন এক মুঠ কাঠবাদাম যথেষ্ট। এই বাদামে রয়েছে জিঙ্ক যা টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়ায় আর কামবাসনা বৃদ্ধি করে।

ঝিনুক

টেস্টোস্টেরন তৈরিতে জিংক গুরুত্বপূর্ণ। ঝিনুকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ উপাদান। যা টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে।

ঝিনুক পছন্দ না, তাহলে বিকল্প হতে পারে চিজ বা পনির। বিশেষ করে সুইস এবং রিকোত্তা চিজ।

টক ফল

'স্ট্রেস হরমোন' কমানোর পাশাপাশি টকজাতীয় ফলে রয়েছে ভিটামির এ। যা টেস্টোস্টেরন উৎপন্ন করতে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমায় অর্থাৎ পুরুষ হরমন ভালোমতো কাজ করতে পারে।

পালংশাক

এটা প্রমাণিত যে, ওয়েস্ট্রজেনের মাত্রা কমাতে পারে এই শাক। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ই। আর এসবই টেস্টোস্টেরন তৈরির উপাদান।

আঙুর

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একথোক লাল আঙুর খাওয়া গেলে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুক্রাণুর তৎপতরতা উন্নত করে আর শক্তিশালী করে।

ডালিম

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইম্পোটেন্স রিসার্চ থেকে জানা যায় যৌন কর্মে অক্ষম পুরুষদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ যারা প্রতিদিন ডালিমের রস খেয়ে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

মাংস

বিশ্বাস করা হয় যারা একেবারেই মাংস খান না তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কম থাকে। তবে অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার আগে সাবধান। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানান গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি খাবারে প্রচুর স্যাচারেইটেড ফ্যাট থাকে।

বীরচন্দ্র মনুতে ডায়েট কলেজের শিলান্যাস করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

২৯ আগস্ট ধ্যানচাঁদের জন্মদিন পালন করবে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসো

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ২৯ আগস্ট হকি-র জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন। এই দিনকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনও জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে এক সেমিনারের আয়োজন করেছে।

আগামীকাল ২৯ আগস্ট শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। করিমগঞ্জ জেলার ১৪ জন ফুটবল রেফারি এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করবেন। কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনেই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। মূলত ফুটবল খেলায় নতুন নিয়মকানুন নিয়েই রেফারিদের মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনাই হলো এই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এদিন হকি-র জাদুকর ধ্যানচাঁদের জীবনী নিয়েও বিশেষ আলোকপাত করা হবে। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৃণালকান্তি দাস।

২৯ আগস্ট ধ্যানচাঁদের জন্মদিন পালন করবে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসো

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ২৯ আগস্ট হকি-র জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন। এই দিনকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনও জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে এক সেমিনারের আয়োজন করেছে।

আগামীকাল ২৯ আগস্ট শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয়ে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। করিমগঞ্জ জেলার ১৪ জন ফুটবল রেফারি এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করবেন। কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনেই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। মূলত ফুটবল খেলায় নতুন নিয়মকানুন নিয়েই রেফারিদের মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনাই হলো এই সেমিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এদিন হকি-র জাদুকর ধ্যানচাঁদের জীবনী নিয়েও বিশেষ আলোকপাত করা হবে। এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৃণালকান্তি দাস।

বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ হারল আরও ৪৭ জন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার ১৭৪

ঢাকা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হরিয়েছে আরও ৪৭ জন। ফলে দেশে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারালেন ৪ হাজার ১৭৪ জন। পাশাপাশি নতুন করে আরও ২ হাজার ২১১ জন শনাক্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৯৪ জনে। আক্রান্তের সংখ্যায় সৌদি আরবকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে দেশ।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ১৩ হাজার ৭৪১টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় আরও ২ হাজার ২১১ জনের শরীরে মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার বা পজিটিভিটি রেট দাঁড়িয়েছে ১৬.০৯ শতাংশ। তবে আশার কথা নতুন করে সংক্রামিতের তুলনায় গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থতার হার বেশি। করোনাকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন ৩ হাজার ৩৭৮ জন এবং এখনও পর্যন্ত মোট সুস্থ হলেন ১ লাখ ৯৬ হাজার ৮৩৬ জন। ইতিমধ্যেই দেশে করোনা নিয়ন্ত্রণে আনতে নানা রকম পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সাঁকরাইলে বন্যা দেখতে গিয়ে খালের জলে ভেসে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার

ঝাড়্গ্রাম, ২৮ আগষ্ট (হি. স.) : বন্যা দেখতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালের জলে পড়ে যায় তিন যুবক। ওই দিনেই গ্রামবাসীরা দুজনকে উদ্ধার করতে পারলেও এক দশম শ্রেণীর ছাত্র শম্ভু মাইতিকে উদ্ধার করতে পারেনি। পরে এদিন শুক্রবার সকালে সাঁকরাইলের বাঁশি খালের জল কিছুটা কমতে দেহ ভেসে উঠতে দেখেন গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সাঁকরাইল ব্লকের কুকরাখুপি গ্রামের তিন কিশোর একটি বাইকে করে বন্যা দেখতে বেড়িয়েছিল।গ্রামে ফেরার পথে খালে ওঠার সেতুর মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালের জলে ঢুকে যায়।দশম শ্রেণীর ছাত্র শম্ভু মাইতি জলের টানে ভেসে যায়। বাকি দুই জন ছাত্রকে উদ্ধার করা গেলেও শম্ভু ভেসে যায়।রাতেই পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের পক্ষ থেকে খালের জলে চলে তল্লাশি।রাতে তল্লাশির পরেও দেহটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।এদিন শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে পঞ্চাশ ষাট মিটার দূরে দেহ টি ভেসে ওঠে।পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পঠিয়েছে।

মহাজাতি সদনে আচমকা প্রবেশের অভিযোগে ৬৭ জন কংগ্রেস কর্মীকে আটক

কলকাতা,২৮ আগস্ট (হি স): প্রতি বছর মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করে কংগ্রেস কর্মীরা। কিন্তু চলতি বছর কোরোনা আবহে মহাজাতি সদনের ভিতরে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তারই মাঝে শুক্রবার মহাজাতি সদনে আচমকা প্রবেশের অভিযোগে ৬৭ জন কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

মহাজাতি সদনের ভিতরে অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি না পাওয়ায় মহাজাতি সদনের বাইরে ম্যাটাডোরে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই মহাজাতি সদনের পাঁচিল, গেট টপকে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে ছাত্র পরিষদের একদল সমর্থক। আর তাদের আটকাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। সঙ্গে ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকদের সংঘর্ষ তৈরি হয়। এর পরেই আটক করা হয় বেশ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের। তাদের সাথে আটক করা হয় ছাত্র পরিষদের সভাপতি সৌরভ প্রসাদকেও। অভিযোগ, তাঁকে আটকের আগে বেধড়ক মারধর করে পুলিশ। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। তার কোমর এবং বুকে আঘাত লেগেছে বলে খবর।

অসমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে, ফের জারি করা হতে পারে লকডাউন : মুখ্যসচিব

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই রাজ্যে ফের জারি করা হতে পারে সম্পূর্ণ লকডাউন। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ এমনই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

আজ রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ সংবাদ মাধ্যমকে সরকারের উদ্বেগের তথ্য দিয়ে জানান, অসমের সাধারণ জনতা এখনও কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের স্বাস্থ্য বিধি মানছেন না। অধিকাংশ মানুষ মুখে মাস্ক পরিধান করছেন না, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাকে তাঁরা পরিহাসে পরিণত করেছেন। পরিস্থিতি দেখে গোটা রাজ্যে ফের লকডাউন জারি করতে সরকার বাধ্য হবে বলে সাফ জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

ঘটনাপ্রবাহে তিনি আজ আবারও রাজ্যের সর্বসাধারণের কাছে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাস্থ্য বিধি পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যথা আবার লকডাউনের মুখোমুখি হতে হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যে এই খবর লেখা পর্যন্ত নতুন ২,০৩৬টি কোভিড সংক্রমণের মামলা রেজিস্ট্রি হয়েছে। এ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৮,৮০৮।

নিশিগঞ্জে গাঁজা সহ গ্রেফতার যুবক

নিশিগঞ্জ, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : : কোচবিহারের নিশিগঞ্জে গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার গাড়ির চালক এক যুবক। উদ্ধার হয়েছে গাঁজা। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাঁজা সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মাঘপালার দিক থেকে আসা বিহার নম্বর প্লেটের একটি গাড়িকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, গাঁড়ির চালক কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। গাড়িটি থেকে নয় কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এনডিপিএস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

৭ দিনের মধ্যে আলুর দাম না কমালে কড়া ব্যবস্থা : হুঁশিয়ারি রাজ্যর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি স): বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই ঊর্ধমুখী আলুর দাম। আলুর চড়া দামে হাত পুড়ছে ক্রেতাদের। তবে , ক্রেতাদের সুবিধার্থে এবার আরও করা রাজ্য সরকার। ৭ দিনের মধ্যে আলুর দাম না কমালে বন্ধ করা হতে পরে রফতানিও শুক্রবার এমনটাই হুঁশিয়ারি রাজ্যের।

এদিন রাজ্য সরকারের সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিক, আলু ব্যবসায়ী সংগঠন, ট্রেডার্স সংগঠন ও হিমঘর সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে , ৭ দিনের মধ্যে কমাতে হবে আলুর দাম। নইলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাইকারি ও খুচরো বাজারে সঠিক দাম নেওয়া হচ্ছে কিনা সে নজরদারি চালাবেন কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা। পাশাপশি নবান্ন থেকে নির্ধারিত দামে বিক্রি করতে হবে আলু।

নবান্ন সূত্রে খবর, সে ক্ষেত্রে হিমঘর থেকে বেরনোর সময় আলুর দাম রাখতে হবে ২২ টাকা প্রতি কেজি। এরপর সেটি সর্বোচ্চ ২৩ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে পাইকারি বাজারে। ক্রেতারা আলু কিনবেন কেজি প্রতি দাম ২৫ টাকায়। তার বেশি নেওয়া যাবে না সাফ হুঁশিয়ারি রাজ্যের।

দিল্লিতে বিকাশপুরী উড়ালপুল থেকে পড়ে গেল গাড়ি, গুরুতর আহত ৩

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য! বৃহস্পতিবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিকাশপুরী উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। ওই গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে, তারপর বিকাশপুরী উড়ালপুল থেকে নীচে পড়ে যায়।

রাত এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই গাড়ির চালক-সহ ৩ জন। প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৯৩১ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,৮০,৫২৭

ওয়াশিংটন, ২৮ আগস্ট (হি.স.): করোনা-প্রকোপ থামার কোনও লক্ষণই নেই! আমেরিকায় ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ৯৩১ জন। নতুন করে ৯৩১ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১,৮০,৫২৭-এ পৌঁছেছে। শুক্রবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ৯৩১ জনের মৃত্যুর পর মোট মৃতের সংখ্যা ১,৮০,৫২৭-এ পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যাও, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪২,৮৫৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৮৬০, ৩৯৭-এ পৌঁছেছে।মারণ এই ভাইরাসকে পরাজিত করে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,১০১,৩২৬ জন। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে, তবে মৃত্যু থামছেই না।

তৃণমূলের অন্তর্দন্দ্বে সংঘর্ষ নিয়ে টুইট তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : তৃণমূলের অন্তর্দন্দ্বে সংঘর্ষ নিয়ে টুইট করলেন তথাগত রায়।

তিনি লিখেছেন, "রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে লড়াই মৃত্যুর সামিল। বিভিন্ন দল বিভিন্ন ভাবে এর সামাল দেয়। বিজেপি নিজেদের মধ্যে কথা বলে, আলোচনা করে। কংগ্রেস নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্টরা চুপচাপ রাখার চেষ্টা করেন। তারপর যখন সহ্যের বাইরে চলে যায় দল ভাগ হয়ে যায়, যে রকম হয়েছিল ১৯৬৪ ও ১৯৬৭-তে। আর তৃণমূল বোমাবাজি এবং রক্তপাত করে। পশ্চিমবঙ্গে করোনার শয্যার অভাব আছে কিন্তু বোমার অভাব নেই।"

তথাগতবাবু লিখেছেন, "তৃণমূল বনাম তৃণমূলের লড়াই! বোমের লড়াই রক্তাক্ত লড়াই! এ লড়াই জিততে হবে জিততে হবে! কোথায়? বাসন্তীতে, বীরভূমে, ইসলামপুরে! কোথায় নয়? আচ্ছা,কিছু মূলো ভাঁড় যেন কি আবোলতাবোল রাহুল-দিলীপ বকছিল?'

শনিবার সংসদ ভবনের সামনে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ-সমাবেশ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : ক'দিন আগেই উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে দুই মেয়ের সামনে সাংবাদিক বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছিল দুষ্কৃতীরা। বিক্রম যোশী নামে ওই সাংবাদিকের হত্যার পড় মাস পেরোতে না পেরোতেই যোগীরাজ্যে খুন হয়ে গেলেন আরও এক সাংবাদিক। এবার ঘটনাস্থল বলিয়া জেলা। সোমবার

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণনগরে বিষাক্ত সাপের দংশনে মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বিষাক্ত সাপের দংশনে মা ও ছেলের মৃত্যু ঘটেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগরের পার্শবর্তী হরিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ডলুগাঙ ফরমাহালা গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রামকৃষ্ণনগর এলাকা শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত অনুমানিক সোয়া দুটায় একটি বিষধর সাপ আসনুর বেগমদের ঘরে প্রবেশ করে। মাটিতে শুয়েছিলেন আসনুর বেগম (৩৫) ও তার ছেলে তাইরুল ইসলাম (১০)। ঘুমন্ত অবস্থায় আচমকা মশারির ভেতরে ঢুকে বিষাক্ত প্রজাতির সাপটি মা ও ছেলেকে ছোবল দেয়। সাপের ছোবলে দুজনের ঘুম ভেঙে যায়। বিষের যন্ত্রণায় মা-ছেলের চিৎকার শুরু করেন। তাদের চিৎকার শুনে পাশে বিছানায় নিদ্রাচ্ছন্ন তাইরুলের বাবা তসিরউদ্দিন সহ পরিবারের অন্যরা সজাগ হয়ে ওঠেন। তারা ওঠে দেখেন ঘর থেকে বিরল প্রজাতির একটি বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে সবাই বুঝে গেছেন মা-ছেলের চিৎকারের কারণ।

শুরু হয় হইচই। ছুটে আসেন আশপাশের মানুষজন। প্রথমে সাপের বিষ ঝারতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করা হয়। ততক্ষণে তাইরুল ইসলাম ও তার মাকে পার্শবর্তী রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। হাসপাতালে ছেলে তাইরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করে আসনুর বেগমের অবস্থা সংকটজনক বলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে জরুরি পরিষেবার ১০৮ অ্যাম্বুলেন্সে করে শিলচর যাওয়ার পথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালে। হাইলাকান্দির চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে আসনুর বেগমকে ফের শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তসির উদ্দিন তার আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য নিরুপায় হয়ে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ আসনুর বেগমের মৃত্যু ঘটে তার বাড়িতে।

সেবক রংপো রেলপথের কাজ জোরকদমে, ফের বরাদ্দ ৬০৭ কোটি

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতির জন্য মাঝে তিন মাস কাজ বন্ধ ছিল। ফের দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে সেবক—রংপো রেলপথের কাজ। মূল রেলপথের ৪৫ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৪১ কিলোমিটারই মাটির তলায় সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে যাবে। সেবক—রংপো রেলপথের জন্য ৬০৭ কোটি বরাদ্দ করল রেল মন্ত্রক।

২০09 সালে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরই এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে আগামী দু'বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৩৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে প্রকল্পটিতে। ৪৫ কিমি লম্বা এই রেলপথের নির্মাণের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে আপাতত ৮৯০০কোটি টাকা। বর্তমানে রেলের তরফে আবার নতুন করে ৬০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় কাজের গতি আগামীতে বাড়তে চলেছে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

সমস্ত রেলপথ জুড়ে ১৪ টি সুরঙ্গ, ১৩ টি ব্রিজ, ৫টি স্টেশন থাকবে। একবার রংপো অবধি কাজ সম্পুর্ণ হলে, আগামীতে একেবারে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে রেলপথটি। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন্দ চন্দা বলেন, "২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই রেললাইনটিতে নিয়মিত ট্রেন চালানো আমাদের লক্ষ্য। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রায় ৪ মাস পিছিয়ে গেছি আমরা। যেহেতু ৯২ শতাংশ রেলপথই মাটির তলা দিয়ে যাবে, ফলে অরণ্য, বন্যপ্রাণী বা পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।"

সেবক---রংপোর পথে পড়বে মহানন্দা অভয়ারণ্য এবং চারটি ফরেস্ট ডিভিশন--- কার্শিয়ং, কালিম্পং, দার্জিলিং এবং পূর্ব সিকিম। এই রেলপথ চালু হয়ে গেলে পর্যটকরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। সিকিমে বিনিয়োগ টানতেও এই রেলপথ বড় ভূমিকা নেবে বলে রেলের আশা।

চলতি বছর লাদাখের ভারত—চিন সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ায় সিকিমের নাথুলা সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। জোরকদমে শুরু হয়ে যায় এই রেলপথ তৈরির কাজ। সিকিমের নিকটতম রেলস্টেশন শিলিগুড়ি ও এনজেপি। তারপর পাহাড়ি পথে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে গ্যাংটক পৌঁছতে। সেই রাস্তাও বছরের অনেক সময় ধসের কারণে বন্ধ থাকে। রেলপথ চালু হলে সীমান্তে সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছনো অনেক সহজ হবে।

বর্তমানে সিকিমের সঙ্গে সারা দেশের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। কয়েক বছর আগে আকাশপথে উড়ান চালু হলেও আবহাওয়া এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কারণে সেটিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাছাড়া উড়ানের সুবিধে অনেক সাধারণ মানুষেরই নাগালের বাইরে। অথচ আন্তর্জাতিক সীমান্ত হওয়ার ফলে পর্যটনশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সিকিমের। তাই দীর্ঘদিন থেকেই সিকিমের সঙ্গে রেল যোগাযোগের দাবি উঠছিল। কেন্দ্রের তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেই দাবির ওপর শিলমোহর বসান।

সেবক স্টেশনের কাছে পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছে। সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত এরকম ১৪টি সুড়ঙ্গ তৈরি হবে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। এছাড়াও থাকবে ১৩টি সেতু। জোরকদমে চলছে সবকিছুর কাজ। সেবক থেকে রংপো, সব মিলিয়ে ৪৫ কিমি পথের মাঝে থাকছে তিনটি স্টেশন --- মেলি, তিস্তাবাজার ও রিয়াং।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমেরিকার তিনটি ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে : ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৮ আগস্ট (হি.স.): বিশ্বের সমগ্র দেশের মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাস সবথেকে বেশি প্রাণ কেড়েছে আমেরিকায়। মার্কিন মুলুকে আক্রান্তের সংখ্যাও সর্বাধিক। এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প জানিয়েছেন, আমেরিকার তিনটি পৃথক ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, মারণ এই ভাইরাসকে আমরা বিনাশ করবই। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাতে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমাদের তিনটি পৃথক ভ্যাকসিনের পরীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগেভাগেই আমরা তৈরি করছি, যাতে প্রচুর ডোজ সহজলভ্য হয়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্রাম্প জানান, চলতি বছরের মধ্যেই আমাদের হাতে থাকবে নিরাপদ ও কার্যকর ভ্যাকসিন। আমরা একসঙ্গে এই ভাইরাসকে বিনাশ করব। এদিকে, বৃহস্পতিবারই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট পদে জন্য রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনকে তীব্র কটাক্ষ করে ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকার মাহাত্ম্য শেষ করতে চাইছেন বাইডেন। ট্রাম্পের কথায়, আমেরিকার স্বপ্ন আমরা সুরক্ষিত রাখতে পড়েছে কি-না সেটাই নির্ধারণ করবে এই নির্বাচন।

করিমগঞ্জে নেশা কারবারিদের লাগাম ধরতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : লকডাউনের সুযোগ নিয়ে ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশা কারবারিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে করিমগঞ্জ জেলায়। বিশেষ করে জেলার সুপ্রাকান্দি, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, চেরাগি, রাতাবাড়ি, আসিমগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি এলাকা সমাজ ধ্বংসকারী নেশা কারবারিদের মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়েছে। ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় সামগ্রীর কারবারিদের দৌরাত্ম্যে রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত সচেতন জনগণ। ভবিষত প্রজন্ম যুবসমাজ নেশার অমোঘ টানে ক্রমশ আন্ধকারে দিকে ধাবিত হচ্ছে। অবৈধ ড্রাগস ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের বিরুদ্ধে জেলা আবগারি বিভাগ ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা সহ অভিভাবক মহল। এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের নীরবতা নিয়ে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে জনমনে। সমাজ ধ্বংসকারী নেশা কারবারিদের অবৈধ ব্যবসায় লাগাম টানতে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সামাজিক সংগঠন বরাক এনজিওর কর্মকর্তারা।

সচেতন নাগরিকদের অভিযোগ, লকডাউনের সুযোগ নিয়ে ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিরা তাদের অবৈধ এই ব্যবসা রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। ড্রাগস মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে সমগ্র জেলায় বিশেষ করে দক্ষিণ করিমগঞ্জের সাধারণ জনগণ রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। যুব সমাজ নেশায় বুঁদ হয়ে তাদের সোনালী ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নেশার করাল গ্রাসে অভিভাবকদের চোখের সামনে তাঁদের সন্তানদের ভবিষত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের কিছুই করার নেই। দিন দিন ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্যের কারবার বেড়ে চলায় সচেতন জনগণের মাথায় হাত পড়েছে। কারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সকল নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলছে। আক্ষরিক অর্থে প্রশাসনের চরম ব্যর্থতার কারণেই দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম ড্রাগসের মারণ নেশায় দিন দিন অবক্ষয়ের দিকে এগোচ্ছে।

বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তারা সমাজ ধ্বংসকারী ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। অন্যথায় নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে আইন নিজের হাতে তুলে নিতেও পিছপা হবেন না তাঁরা। তাই এই সকল নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসনের কাছে জোড়ালো আবেদন জানিয়েছেন বরাক এনজিওর সভাপতি মানই মিয়াঁ সহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তারা।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭৯৯, সুস্থ হয়েছেন ৮৭,৬৭৫ জন

হায়দরাবাদ, ২৮ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানার করোনা-পরিস্থিতি প্রতিদিনই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৯৩২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৫৮০ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১, ১৭,৪১৫ এবং ৭৯৯।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৯৩২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৭,৬৭৫ জন। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৮,৯৪১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় ৬১,৮৬৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১২ লক্ষ পেরিয়ে এযাবৎ স্যাম্পেল পরীক্ষার সংখ্যা পৌঁছেছে ১২,০৪,৩৪৩-এ। তেলেঙ্গানায় মৃত্যুর হার ০.৬৮ শতাংশ এবং সুস্থতার হার ৭৫.৬ শতাংশ।

এআইডিডব্লুএ-র প্রতিবাদ-সভায় কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে একগুচ্ছ দাবি

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : জীবন, জীবিকা ও অধিকার রক্ষার দাবিতে শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রতিবাদ-সভার ডাক দিয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি (এআইডিডব্লুএ)। কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে একগুচ্ছ দাবি রাখবে তারা।

সিপিএম প্রভাবিত এই সংগঠনের মহিলাদের ওপর সমস্ত রকম হিংসা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা, গর্ভবতীদের চিকিৎসার জন্য বাড়তি সরকারি উদ্যোগ, সবাইকে ৬ মাস অন্তত ১০ কিলো খাদ্যশষ্য প্রদান, আয়করের আওতার বাইরের সব মানুষকে মাসে ৭৫০০ টাকা বরাদ্দ, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলোকে বেসরকারিকরণ না করা, বেকারদের কাজ দেওয়া প্রভৃতির দিবিতে এদিনের এই প্রতিবাদ-সভা।

এদিকে, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র টুইটে লিখেছেন, “স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলে মনে হয় না। যদি অনুসন্ধান করতে পারেন সেটাই যথেষ্ট। আপনার বিশ্বস্ত সহকর্মীদের সঙ্গে অন্তত মত বিনিময় করতে পারেন। আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে।“হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সৌরশক্তির মাধ্যমে কলকাতা বিমানবন্দরে বিদ্যুৎ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি . স.) : সৌরশক্তি ব্যবহার করে কলকাতা বিমানবন্দরে বিদ্যুৎ তৈরি শুরু হল। এর ফলে বিদ্যুৎ-খাতে ব্যয়ের বিপুল সাশ্রয় হচ্ছে বলে আধিকারিকরা মনে করছেন। বিমানবন্দরের প্রশাসনিক ভবনের ছাদে বসানো হয়েছে ১৭ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর প্যানেল। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই প্ল্যান্ট থেকে ২১৮ লক্ষ ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৮২ কোটি টাকা। এর ফলে অবশ্য বিদ্যুতের বিলে বিপুল সাশ্রয় হচ্ছে বলে আধিকারিকদের ধারণা। সৌরবিদ্যুৎ পরিষেবার পরিধি আগামী দিনে আরও বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উড়ানের ওঠা-নামার সংখ্যা আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।অন্তর্দেশীয় বিমানে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেঘলীড়াড়ায় সিপিএম কর্মীর বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার রাতে খয়েরপুর মেঘলিপাড়াস্থিত গোপীকান্ত দেবনাথের বাড়িতে আক্রমণ করে বিজেপি দুষ্কৃতিরা। আহত হয় গোপীকান্ত দেবনাথ সহ উনার পুরো পরিবার। এ ধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে শুক্রবার মেলারমাঠ স্থিত ভানু স্মৃতি ভবনে সিপিএম -এর পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিএম -এর পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর তীব্র নিন্দা জানান।

তিনি জানান, গোপীকান্ত দেবনাথ সিপিএমের মিছিলে যাওয়াতে উনার পরিবারের উপর এধরণের আক্রমণ সংঘটিত করেছে বিজেপি দুষ্কৃতিরা। সেদিনের ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত বর্ধন, অমিত নন্দী, বিশ্বজিৎ শীল সহ বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হবে। এর দ্বারা স্পষ্ট বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকারের আমালে মানুষের নিরাপত্তা নেই। এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় রাজ্যে কোন না কোন প্রান্তে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ তুলেন তিনি।তিনি এদিন সিপিএম -এর দাবি দিবসে প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তিনি প্রচার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং উনার বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সিপিএম মামলার পরোয়া করে না। আর যদি মামলা হয় তাহলে সেদিনের লক্ষ লক্ষ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করুক পুলিশ। আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে জেলে রাখার মতো জেলখানা রাজ্যে নেই। জনস্বার্থে আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

জনধন যোজনার প্রতি কৃতজ্ঞ, সুরক্ষিত হয়েছে অসংখ্য পরিবারের ভবিষ্যত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): দেখতে দেখতে ছ”বছর হয়ে গেল ’প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা’ প্রকল্পের। ’প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা’ প্রকল্পের ষষ্ঠ বছরে স্বপ্নের এই প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা প্রকল্পের সৌজন্যে সুরক্ষিত হয়েছে অসংখ্য পরিবারের ভবিষ্যত। শুক্রবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ছ”বছর আগে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নিয়ে সূচনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। এই উদ্যোগ সত্যিই গেম-চেঞ্জার, উপকৃত হয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। অন্য একটি টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার প্রতি কৃতজ্ঞ, সুরক্ষিত হয়েছে অসংখ্য পরিবারের ভবিষ্যত। সুবিধাভোগীদের একটা বেশি অংশ গ্রামীণ অঞ্চল এবং মহিলারা। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাকে সফল করে তোলার জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের আমি প্রসংশা করছি।

রাজস্থানে এক হাজার ছাড়াল মৃত্যু, করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৭৬,৫৭২

জয়পুর, ২৮ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে এক হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল কোভিড-১৯ ভাইরাস। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৫৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৫৫৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭৬,৫৭২। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৫৫৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২৪৫ জন। আক্রান্ত ৫৭৭ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪০ জন, আলওয়ারে ৪৯ জন, বারমের-এ ১৮ জন, ভরতপুরে ২০ জন, ভিলওয়ারে ৪২ জন, বিকানের-এ ৩৪ জন, গঙ্গানগরে ১৮ জন, হনুমানগড়ে ৭ জন, জয়পুরে ৭৫ জন, জয়সলমের-এ ৪ জন, ঝালাওয়ারে ২২ জন, যোধপুরে ৪৭ জন, কোটায় ৫৩ জন, নাগাউরে ১৮ জন, পালিতে ৩৯ জন, সওয়াই মাধপুরে ৭ জন, সিকারে ৩৩ জন এবং উদয়পুরে ৩১ জন প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৬,৫৭২-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬০,৮৩০ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,৭৩০ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,০১২ জনের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সম্বলিত বার্তা ম্যায় হু না

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : ‘হিন্দিভাষীদের বাংলা গ্রাস করার’ চেষ্টা নিয়ে নানা সময় সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জাতীয় স্তরে বার্তা দিতে সেই হিন্দিকেই আঁকড়ে ধরলেন তিনি। কেন্দ্রীয় জয়েন্ট ও নিট পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে বিজেপি বিরোধী দলগুলি যে ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হয়েছিল সেখানে তৃণমূল সুপ্রিমো ও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির তালমেল দেখে সর্বভারতীয় স্তরে প্রশ্ন উঠেই গিয়েছে এই বৈঠক কী ইউপিএ-৩ গড়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ! সেই প্রশ্নের পাশাপাশি এটাও প্রশ্ন উঠেছিল এবারে এই ইউপিএ-৩ নেতৃত্ব কে দেবেন? কার হাতে থাকবে ভারত শাসনের চাবিকাঠি? সেই প্রশ্নের উত্তরও বৃহস্পতিবার রাতেই পেয়ে গেল ভারতবাসী! ‘ম্যায় হু না’। বস্তুত মুহূর্তের মধ্যে দেশ জুড়ে চর্চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে নিজের হাতেই কী তিনি রাখতে চাইছেন ইউপিএ-৩ এর নেতৃত্ব?

ঝুঁকিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছিল। কিন্তু তারা সতর্ক হয়েছেন, নিয়ম মেনেছেন, তাই ফল পেয়েছেন। অথচ, পুর নিগম এলাকা এবং সমগ্র পশ্চিম জেলা সরকারি নিয়ম মানেনি এবং সতর্কতা অবলম্বন করেনি তাই করোনা-র প্রকোপ হু হু করে বাড়ছে। তিনি সকলকে সরকারি নিয়ম মেনে চলার আবেদন জানিয়েছেন। সাথে, আগামীকাল থেকে ভিড় এড়ানো, বাজার স্থানান্তর এবং বাজার পরিস্কার রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হস্তক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

বেড়া দেখতে পান। প্রায় ৫-৬ কানি জমিতে বেড়া দেওয়া হয়েছিল। তারা কমল দেব নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেড়া দেওয়ার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেনউ সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থগিত

● প্রথম পাতার পর

সময় কাজ করবেন তাঁরা। পাশাপাশি কোনও সরকারি কর্মচারী রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না। কারণ, বিশেষ প্রয়োজনে তাঁদের অফিসে যোগ দিতে হবে। তবে জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত সমস্ত দফতর যথারীতি চালু থাকবে। প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে ফেস কভার এবং মাস্ক ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে।

আদালতগুলিতেও আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত রাখা হয়েছে। এ মর্মে আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এক আদেশ জারি করেছেন।

গারদাংয়ে দুস্কৃতিদের হামলায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার গারদাং এলাকায় দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম ভবতোষ সাহা। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শান্তিরবাজার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার সন্ধা রাতে তিনি বাড়ির পাশে একটি দোকানের সামনে বসেছিলেন। তখনো বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী বাইক নিয়ে এসে তার ওপর হামলা চালায়। তাতে ভবতোষ সাহা নামে ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন।স্থানীয় লোকজন আহত ভবতোষ সাহাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে শান্তিরবাজার থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের কোনো সংবাদ নেই।অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

খোয়াইয়ে ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা - ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। খোয়াই থানা এলাকার বেলতলীতে চাকরিচ্যুত এক শিক্ষকের সারের দোকান ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা।শুক্রবার সকালে প্রাতঃভ্রমণ কারীরা দোকানটি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে ফোনে বিষয়টি দোকানের মালিককে জানান। খবর পেয়ে দোকানের মালিক চাকরিচ্যুত শিক্ষক সঞ্জয় রায় দোকানে আসেন। দোকানে এসে তিনি লক্ষ্য করেন দোকান কে বা কারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। সার কীটনাশকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু সামগ্রী তুলে নিয়ে গেছে। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।উল্লেখ্য চাকরিচ্যুত শিক্ষক একদিকে জীবন-জীবিকা দিয়ে যখন জটিল সমস্যার সম্মুখীন ঠিক সেই সময়ে সার কীটনাশকের দোকান দিয়ে কোনক্রমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।চাকরিচ্যুত এই শিক্ষক এর দোকান ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিশ্বভারতী-কান্ডে কলকাতায় বিজেপি শিক্ষক সমিতির মিছিল, স্মারকলিপি

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বহিরাগত দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে বিজেপি-র সমর্থক শিক্ষকরা মিছিল করলেন। স্মারকলিপি দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে। বিজেপির শিক্ষক সেল এদিন একটি বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে বিধাননগরের বনবিতান এর দক্ষিণ গেট এর সামনে অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুর্তির পাদদেশে। এর পর সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে একটি বিক্ষোভ মিছিল রওনা দেয় বিকাশ ভবন এর উদ্দেশে। আহ্বায়ক দীপল বিশ্বাস বলেন, “গত ১৭ই আগষ্ঠ, ২০২০ তৃণমুল কংগ্রেসের আশ্রিত হার্মাদ বাহিনীর কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গুণীজনেরা। আংশিক খতিগ্রস্ত হয় শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বভারতীর মূল ফটক। এই ঘটনা জাতীয় লজ্জা।

আরও

● প্রথম পাতার পর

উনকোটিতে ৫৭ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ২২ জন, ধলাইতে ৬১জন, খোয়াইতে ৪ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ১৭৪ জন, সিপাহীজলায় ৬১ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৪৬ জন এবং গোমতী জেলায় ১৮ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

জন প্রতিনিধিদেরকে সাথে নিয়ে সড়ক অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। তারপরই সড়ক অবরোধকারীরা সড়ক অবরোধ মুক্ত করে।

বিস্তর

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ গতকাল থেকে থানার সম্মুখে নাকা পয়েন্ট উৎ পেতে বসে থাকে। আজ বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ চুরাইবাড়ি থানার সম্মুখের নাকা পয়েন্টে পাথর পরিবহনকারী ছয় চাকার একটি ডাম্পার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। পাথর পরিবহনকারী ডাম্পার গাড়ির বডির নিচে তিনটি বক্স থেকে ৫০ প্যাকেটে ৫০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। প্রতি প্যাকেটে ১০ কেজি করে গাঁজা মজুদ রয়েছে। উদ্ধারকৃত গাজার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষাধিক টাকা। সাথে আটক করা হয় পাথর পরিবহনকারী ডাম্পার গাড়ি ও গাড়ির চালক সত্তার মিয়াক (২৪) এবং সহ চালক মোঃ সবুজ (২৫) কে। জানা গেছে চালক সত্তার মিয়ার বাড়ির সোনামুরা ও সহচালক মোহাম্মদ সবুজের বাড়ি উদয়পুরে। চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় এনডিপিএস এক্টে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, উনারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল থেকে ডাম্পার গাড়িটিকে আটক করার জন্য চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় উৎপেতে বসে ছিলেন। আজ বিকাল নাগাদ উক্ত গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ লক্ষাধিক টাকার ৫০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সাথে আটক করা হয়েছে ডাম্পার গাড়ি,চালক ও সহ চালককে। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা,চালক,সহ চালক ও ডাম্পার গাড়িটি চুড়াইবাড়ি থানার হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ সুপার আরো জানান ডাম্পার গাড়ি দীর্ঘদিন থেকে এভাবে গাঁজা পাচার করে আসছিল। ডাম্পার গাড়ির চেসিসের উপরে বডিতে তিনটি কেবিনের মত বক্স বানিয়ে গাঁজা পাচার করছিল। এমনকি গাড়ির সঠিক নাম্বারের পাশাপাশি একটি ভূয়ো নাম্বার প্লেট ব্যবহার করা হতো যা পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

আজকের এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার সহ মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক ও চুড়াইবাড়ি থানার ওসি।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

এই রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৭ দফা দাবিকে সামনে রেখেই শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটি আন্দোলনে সামিল হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বলে তিনি জানিয়েছেন।সাংসদ ঝরনা দাস বৌদ্য আরো অভিযোগ করেন এর আগেও তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ।পরপর নারীদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সাংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য।৭ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ ঝরনা দাস বৌদ্য বলেন নারী নির্যাতন বন্ধ করাসহ৭দফা দাবিতে তারা দেশজুড়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

নারী অধিকার রক্ষা, কাজ খাদ্য এবং শিক্ষা নিশ্চিত করা, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, এবং নারীদের অধিকার সুরক্ষায় সরকার ও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজ খাদ্য কর্মসংস্থান ও কৃষকদের ঋণ মুকুব করারও দাবি জানিয়েছেন সংসদ ঝরনা দাস বৈদ্য।তিনি অভিযোগ করে বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সব প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা হচ্ছে না। সরকারকে করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংকটে

● প্রথম পাতার পর

এইসব এলাকার জনগণ চরম সমস্যার মুখে পড়ে শুক্রবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন।তারা শুক্রবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়ে অবিলম্বে এলাকায় কাজ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।অবিলম্বে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ওইসব এলাকার জনগণ আরো জানিয়েছেন তাদের বহু পরিবারের কৃষি উপযোগী জমি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে রয়েছে।লক ডাউন ঘোষণার পর থেকে সীমান্তের এপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সীমান্তের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে কৃষি কাজ করতে সময় মত কাঁটাতারের গেট খুলে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে কৃষকরা ফসল ফলাতে পারছেন না।আবার অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার জন্য কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে এপারে নিয়ে আসতে পারছেন না।এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছেন ওই সব এলাকায় বসবাসকারী কৃষিজীবী অংশের মানুষজন।

খুনের

● প্রথম পাতার পর

করে। এদিন মহিলাকে অধিক রাত পর্যন্ত রইস্যাবাড়ি থানাতে জিগাসাবাদ চালানো হয়। আজ সেখান থেকে গন্ডাছড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। গন্ডাছড়া থানার পুলিশ বাবুরাও দপায় দপায় জিগাসাবাদ চালায়। একটা সময় আসামী ভারতী ত্রিপুরাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে করোনা পরিক্ষা করানো হলে মহিলার পজেটিভ ধরা পড়ে। আর এতে করে মহকুমা এলাকার দুই থানার পুলিশ কর্মীদের মধ্যে করোনা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। শুধু পুলিশ কর্মীদের মধ্যেই না মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্য কর্মীরাও আতঙ্কিত। কারন ভারতীর মৃত স্বামী সঞ্জিত রিয়াং এর শরীরেও করোনা ভাইরাস থাকতে পারে। আজ হাসপাতালে সঞ্জিতের মৃতদেহে ময়না তদন্ত করা হয়েছিল। আর এতে করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্য কর্মীদের মধ্যেও করোনা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

শর্ত

● প্রথম পাতার পর

রিপোর্ট নেগেটিভ হতে হবে এবং ওই রিপোর্ট ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত থাকতে হবে। কোভিড-১৯ রিপোর্ট বাংলাদেশ অভিবাসনে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, চেকপোস্ট-এ কর্তব্যরত চিকিতক কোভিড-১৯ নেগেটিভ বলে ছাড়পত্র দিলে তবেই বাংলাদেশ প্রবেশে অনুমতি মিলবে। প্রসঙ্গত, করোনা-র প্রকোপে গত মার্চ-এ ভারত-বাংলাদেশ চেকপোস্ট দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন বাদে শুধু ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে। আগরতলা সহ দেশের ১০টি চেকপোস্ট দিয়ে ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে যেতে পারবেন। গত দুইদিনে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ৯ জন বাংলাদেশে গিয়েছেন। ত্রিপুরা পুলিশের অভিবাসন শাখা সুত্রে এ-খবর জানা গিয়েছে।

জলে

● প্রথম পাতার পর

ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সুনীল শবর নামে ওই শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কিভাবে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রতিবাদ-সমাবেশ

পাচের পাতার পর

রাতে প্রায় একই কায়দায় গুলি করে খুন করা হয়েছে একটি হিন্দি নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক রতন সিংহকে। এ সবের প্রতিবাদ জানাতে শনিবার নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ-সমাবেশ হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক সুরক্ষা মার খাচ্ছে এই অভিযোগ তুলে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (এনইউজে)-এর হিমাচল ইউনিট, ইউপি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং দিল্লি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এই সমাবেশ। উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, এর ফলে শক্ত হচ্ছে সমাজবিরোধীদের হাত।

এনইউজে-র সভাপতি রাস বিহারি ইতিমধ্যে ওই দুই সাংবাদিক হত্যার ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন। সরকার এবং প্রশাসন চোখ বুঁজে আছে বলে অভিযোগ করেছেন সাংবাদিক সংগঠনের মুখপাত্ররা। এই সঙ্গে তাঁরা মৃতদের পরিবারের লোককে কাজ দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রক্রিয়া শুরু

আটের পাতার পর

উদ্যোগে জলাশয়ে পনা ছাড়া হয়। এবার একটু দেড়িতে হলেও গত বুধবার থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিন ডুম্বুর জলাশয়ের রামবাবু পাড়া এলাকায় প্রায় ৭ লক্ষ ২৩ হাজার বিভিন্ন জাতের মাছের পনা ছাড়া হয়। সেখানে উপসিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সমাজসেবী আদিত্য সরকার, গন্ডাছড়া মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক অজিত দেববর্মা প্রমূখ।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

শতাংশের কোন ট্রেভেল হিস্ট্রি নেই। তাই আমাদের আরও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ভিশন ডকুমেন্টের সব প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন করা হবে। করোনাকে পিছনে ফেলে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, নিগম রাজ্য সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারকে সব ধরণের সহযোগিতা করতে হবে। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক শৈলেশ যাদব। তাছাড়াও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ক্লাব ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রণব সরকার ও মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষে তুষার চক্রবর্তী।

রক্তচাপ- হৃদস্পন্দন স্থিতিশীল

আটের পাতার পর

ইনটেনসিভ কেয়ারে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ফুসফুস সংক্রমণ ও রেনাল ডিসফাংশন চিকিৎসা চলছে। শুক্রবার সকালে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় গভীর কোমায় রয়েছেন এবং ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন। ফুসফুস সংক্রমণ ও রেনাল ডিসফাংশন চিকিৎসা চলছে। প্রণববাবুর রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন স্থিতিশীল (যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় হিমোডিন্যামিক বলে) রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট দিল্লির রাজাজি মার্গের বাসভবনের শৌচাগারে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। ১০ আগস্ট তাঁকে সেনা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই সময় অস্ত্রোপচার করে জমাট বাঁধা রক্ত বার করে দেওয়া হয়। ওই অস্ত্রোপচারের আগে শারীরিক পরীক্ষার সময় প্রণববাবুর করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিও জানা যায়। এর পর থেকে সেনা হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। অস্ত্রোপচারের পর থেকেই গভীর কোমায় আচ্ছন্ন প্রণববাবু। তখন থেকেই তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

আইপিএলে ধাক্কা, চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে করোনার থাবা

আবুধাবি।। আইপিএলে বড় দাক্কা। করোনা পরীক্ষায় চেন্নাই সুপার কিংসের ১৩ জনের পজিটিভ ধরা পড়ল। তার মধ্যে একজন ভারতীয় ক্রিকেটার আছেন। সূত্র অনুসারে, সেই ভারতীয় হলেন এক ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার, যিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও খেলেছেন। বাকিদের কেউ সাপোর্ট স্টাফ, কেউ অফিসিয়াল, কেউ সোশ্যাল মিডিয়া দলের সদস্য। শুরুবার থেকে দুবাইয়ে অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দলের। কিন্তু তার আগে করোনা টেস্টে শিবিরের এত জনের পজিটিভ আসা বিশাল বড় আঘাত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আরও এক সপ্তাহ কোয়রান্টিনে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সিএসকে-র তরফে। ঠিক হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে তারা অনুশীলন সুরু করবে। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে আইপিএল। তবে একনও সূচি প্রকাশিত হয়নি। চেন্নাই শিবিরে ঠিক কারা কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছেন, তা অবশ্য পরিষ্কার করে জানানো হয়নি। তবে ক্রিকেটার ছাড়াও করোনা আক্রান্তের তালিকায় সাপোর্ট স্টাফ ও অফিসিয়ালরাও রয়েছেন মধ্যে একজন ভারতীয় ক্রিকেটার আছেন। সূত্র অনুসারে, সেই ভারতীয় হলেন এক ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার, যিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও খেলেছেন। বাকিদের কেউ সাপোর্ট স্টাপ, কেউ অফিসিয়াল, কেউ সোশ্যাল মিডিয়া দলের সদস্য। শুরুবার থেকে দুবাইয়ে অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির দলের। কিন্তু তার আগে করোনা টেস্টে শিবিরের এত জনের পজিটিভ আসা বিশাল বড় আঘাত হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে আরও এক সপ্তাহ কোয়রান্টিনে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সিএসকে-র তরফে। ঠিক হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে তারা অনুশীলন সুরু করবে। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে আইপিএল। তবে একনও সূচি প্রকাশিত হয়নি। চেন্নাই শিবিরে ঠিক কারা কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছেন, তা অবশ্য পরিষ্কার করে জানানো হয়নি। তবে ক্রিকেটার ছাড়াও করোনা আক্রান্তের তালিকায় সাপোর্ট স্টাফ ও অফিসিয়ালরাও রয়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে এক সিনিয়র সিএসকে অফিসিয়াল ও তাঁর স্ত্রী এবং সিএসকে-র সোশ্যাল মিডিয়া দলের দু'জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। গত ২১ আগস্ট দুবাইয়ে পৌঁছেছিল সিএসকে। তার পর ছয় দিনের বাধ্যতামূলক কোয়রান্টিনের মধ্যে ছিল চেন্নাই শিবির। কিন্তু এখন তার মেয়াদ বাড়ল। জানা গিয়েছে, দুবাইয়ে পা রাখার পরই করোনা টেস্ট হয়েছিল পুরা সিএসকে স্কোয়াডের। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ঠিক করেছিল যে আমিরশাহি পৌঁছে অনুশীলনে নেমে পড়ার আগে প্রত্যেক দলের তিন বার করোনা পরীক্ষা হবে। আমিরশাহি পৌঁছনোর পর প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে যা হওয়ার কথা। সেই পরীক্ষাতেই কোভিড পজিটিভ হয়েছেন সিএসকে শিবিরের এতজন। এই আবহে শুরুবার চতুর্থ দফার করোনা পরীক্ষা হওয়ার কথা সিএসকে দলের সবার। যার ফলাফল শনিবার পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। চেন্নাই শিবিরের তরফে বলা হয়েছে যে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। ইউরোপে ফুটবল শুরুর সময়ও যে কয়েকজন ফুটবলারের করোনা হয়েছিল সেই উদাহরনের উল্লখ করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে। বলা হয়েছে বাকি দলগুলোর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু, শিবিরে করোনা সংক্রমণের এই ঘটনার পর বাকি দলগুলোর থেকে শেষেই আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে সিএসকে দলকে। রাজস্থান রয়্যালস এর মধ্যেই দুটো ট্রেনিং সেশন করে ফেলেছে। শুক্রবার অনুশীলন শুরু করার কথা কলকাতা নাইট রাইডার্স ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। শনিবার থেকে অনুশীলন শুরুর কথা দিল্লি ক্যাপিটালসের। চেন্নাই অবশ্য দেশের মাঠে এক দফা প্রস্তুতি পর্ব সেরে আমিরশাহি এসেছে। চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে ১৫ থেকে ২০ আগস্ট, ছয় দিনের এই শিবিরে ছিলেন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, সুরেশ রায়না, অম্বাতি রায়ুডু, পীযুষ চাওলার মতো তারকারা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মৌসুম সেরা দলে নেই রোনালদো

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মৌসুম সেরা দলে জায়গা হয়নি টুর্নামেন্টের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর। তবে দলে আছেন সময়ের সেরা ফুটবলারদের কাতারে থাকা লিওনেল মেসি ও নেইমার। আক্রমণভাগে আরও আছেন আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা রবের্ত লেভানদোভস্কি।সদ্য সমাপ্ত ২০১৯-২০ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পারফরম্যান্সের আলোকে উয়েফার টেকনিক্যাল অবজারভারদের বেছে নেওয়া ২৩ সদস্যের মৌসুম সেরা দল শুক্রবার ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থার ওয়েবসাইটে ঘোষণা করা হয়েছে। এই দলে জায়গা হয়নি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের কারোর। পর্তুগালের লিসবনে গত ২৩ অগাস্ট ফাইনালে পিএসজিকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া বায়ার্ন মিউনিখের সর্বোচ্চ ৯ জন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন এই দলে।ফাইনালে জার্মান ক্লাবটির জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার আছেন প্রত্যাশিতভাবেই। তিন গোলরক্ষকের বাকি দুজন হলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের ইয়ান ওবলাক ও লিওঁর অঁতনি লোপেজ।রক্ষণভাগে বায়ার্নের আছেন ৩ জন; আলফোনসো ডেভিস, জসুয়া কিমিচ ও দাভিদ আলাবা। ছয় ডিফেন্ডারের বাকি ৩ জন হলেন লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক, সেমি-ফাইনালিস্ট লাইপজিগের দুজন দাইয়ু উপামিকানো ও আনহেলিনো।মিডফিল্ডেও বায়ার্নের ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। কোয়ার্টার-ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৮-২ রেকর্ড ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করা টমাস মুলারের সঙ্গে আছেন থিয়াগো আলকান্তারা ও লেয়ন গোরেটস্কা। আট মিডফিল্ডারের বাকিরা হলেন, ম্যানচেস্টার সিটির কেভিন ডে ব্রুইনে, লিওঁর হোসাম আউয়ার, লাইপজিগের মার্সেল জাবিৎসার, পিএসজির মার্কিনিয়োস, আতালান্তার দারিও গোমেস। আক্রমণভাগেও বায়ার্নের আছেন একাধিক সদস্য। আসরের সর্বোচ্চ ১৫ গোল করা লেভানদোভস্কির সঙ্গে আছেন সেমি-ফাইনালে লিওঁর বিপক্ষে জোড়া গোল করা বায়ার্নের সের্গে জিনাব্রি। মেসি ও নেইমার ছাড়া বাকি দুজন হলেন পিএসজির আরেক তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও ম্যানচেস্টার সিটির রাহিম স্টার্লিং।২০১৯-২০ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা দল:গোলরক্ষক: মানুয়েল নয়ার (বায়ার্ন মিউনিখ), ইয়ান ওবলাক (আতলেতিকো মাদ্রিদ) ও অঁতনি লোপেজ (লিওঁ)।ডিফেন্ডার: আলফোনসো ডেভিস (বায়ার্ন মিউনিখ), জসুয়া কিমিচ (বায়ার্ন মিউনিখ), দাভিদ আলাবা (বায়ার্ন মিউনিখ), ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল), দাইয়ু উপামিকানো (লাইপজিগ) ও আনহেলিনো (লাইপজিগ)। মিডফিল্ডার: টমাস মুলার (বায়ার্ন মিউনিখ), থিয়াগো আলকান্তারা (বায়ার্ন মিউনিখ) ও লেয়ন গোরেটস্কা (বায়ার্ন মিউনিখ), কেভিন ডে ব্রুইনে (ম্যানচেস্টার সিটি), হোসাম আউয়ার (লিওঁ), মার্সেল জাবিৎসার (লাইপজিগ), মার্কিনিয়োস (পিএসজি), দারিও গোমেস (আতালান্তা)। ফরোয়ার্ড: রবের্ত লেভানদোভস্কি (বায়ার্ন মিউনিখ), সের্গে জিনাব্রি (বায়ার্ন মিউনিখ), লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), নেইমার (পিএসজি), কিলিয়ান এমবাপে (পিএসজি) ও রাহিম স্টার্লিং (ম্যানচেস্টার সিটি)।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে 'সবকিছু' করবেন রুট

ওয়ানডেতে দলের নিয়মিত সদস্য তিনি, টেস্ট দলের অধিনায়ক। কিন্তু ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ মিলছে না সেভাবে। তবুও চোখে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন। ভারতে অনুষ্ঠেয় টুর্নামেন্টে খেলতে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে চান জো রুট।২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান ছিল রুটের। ৬ ম্যাচে দুই ফিফটিতে করেছিলেন টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৪৯ রান। গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২২৯ রান তাড়ায় রুটের ৪৪ বলে ৮৩ রানের ইনিংস গড়ে দিয়েছিল ব্যবধান। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিলেন ৫৪ রান।পরে ব্যাটিং ব্যর্থতায় জায়গা হারান। ২০১২ সালে এই সংস্করণে অভিষেক হওয়া রুট এখন পর্যন্ত খেলেছেন কেবল ৩২টি ম্যাচ। যার সবশেষটি খেলেছেন গত বছরের মে মাসে।এই সংস্করণে ইংল্যান্ডের বর্তমান দলটির শক্তি-সামর্থ্য ভালো করেই জানেন রুট। জানেন জায়গা পাওয়ার লড়াই কতটা তীব্র। তবে নির্বাচকদের দুয়ারে আবারও কড়া নাড়তে নিজেকে প্রস্তুত করতে চান তিনি।সে লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শেষেই যোগ দিয়েছেন ইয়র্কশায়ারে, ভাইটালিটি ব্লাস্ট খেলতে। কিন্তু বৃষ্টি বাধায় বৃহস্পতিবার খেলতে পারেননি ম্যাচটি। কিছুটা হতাশ হলেও ক্লাবটির ওয়েবসাইটে ইংলিশ ব্যাটসম্যান জানান, নিজেকে প্রমাণ করে দলে ফেরার স্বপ্ন এখনই ছেড়ে দিচ্ছেন না তিনি।"আমি মোটেও হাল ছাড়ছি না, তবে এই মুহূর্তে আমার অবস্থান সম্পর্কে আমি কিছুটা বাস্তববাদী। আমি চাই ইংল্যান্ড ভালো করুক। আমাদের দল বিশ্বকাপে যাক এবং জিতে আসুক এটা আমার চাওয়া।""আমি যদি সেরা একাদশ কিংবা দলে না থাকি, তাতেও সমস্যা নেই। যাকে নেওয়া হবে, তাকেই আমি সমর্থন করব। আমি জানি, দল নির্বাচন কতটা কঠিন। আমার থেকে যদি ভালো কেউ থাকে, তাহলে তাকেই নেওয়া উচিত এবং এটা আন্তর্জাতিক খেলার অংশ। এ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত। তবে সীমিত সুযোগগুলি দিয়ে ওই জায়গায় জন্য নিশ্চিতভাবে আমি সবকিছু করব।"২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ১১টি টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পেয়েছেন রুট। হতাশ হলেও এর জন্য কাউকে দোষ দিতে রাজি নন তিনি। তার নজর শুধু নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করায়।"গত দুই বছরে আমি খুব বেশি টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পাইনি। এটা কিছুটা হতাশার, তবে এটা কারো দোষ নয়এমনটা ক্রিকেটে হয়। কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়া, চেষ্টা করা এবং দলে জায়গা ফিরে পাওয়ার জন্য জোর দাবি তোলা হবে দারুণ ব্যাপার।"

সচিন-বিরাট নন! ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার বেছে নিলেন সুনীল গাভাসকর

মুম্বাই।। কপিল দেব, সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি থেকে রোহিত শর্মা বিভিন্ন সময়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে একের পর এক নজির গড়েছেন এই সব তারকা ক্রিকেটাররা। কিন্তু তাদের মধ্যে সেরা কে? ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার কে? বেছে নিলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। সুনীল গাভাসকরের মতে, ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার কপিল দেবই। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "সব কিছুর উর্ধ্বে কপিলই। ওই ভারতের এক নম্বর। এবং এক নম্বর থেকে যাবে চিরকাল।" তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়কের সমর্থনে গাভাসকর বলেন, "ব্যাট এবং বল দুই দিয়েই দেশের হয়ে ম্যাচ জিততে পারতেন কপিল। প্রয়োজনে উইকেট নিতে পারতেন। আবার শতরান করেও ম্যাচ জেতাতে পারতেন। ওর দুরন্ত ক্যাচগুলো ভুললেও চলবে না। কপিল দেব একজন সম্পূর্ণ ক্রিকেটার ছিলেন।"

১৬৯ দিন পর ব্যাট হাতে নেই সেশনের অভিজ্ঞতা শানালেন রাহুল

দুবাই।। আইপিএল খেলতে সবার আগে আমিরশাহি উড়ে গিয়েছে কিংস ইলেভেন পঞ্জাব। নিয়ম মতো ছয় দিনের আইসোলেশন পর্ব কাটিয়ে বৃহস্পতিবার থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়ল কিংসরা। ১৬৯ দিন দিন পর ব্যাট হাতে নামলেন কিংস ইলেভেন পঞ্জাবের অধিনায়ক কেএল রাহুল. মার্চ মাসের পর আবার ২৭ আগস্ট দুবাইয়ে ব্যাট হিয়ে নেট সেশনে নামার অভিজ্ঞতা নিজেই শেয়ার করেছেন তিনি। কিংস ইলেবেন পঞ্জাবের টুইটারে পোস্ট করা ভিডিয়োতে রাহুল বলেছেন, "অনেকদিন পর ব্যাট হাতে নেমে বেশ ভালো লাগছে। তবে দুবাইয়ের গরম ভীষণ। এর চেয়ে কম তাপমাত্রায় অনুশীলন করে থাকি আমরা।" তবে দুবাইয়ের গরম কিন্তু বেশ ভাবাচ্ছে সব দলকেই। এমনিতেই তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

মেসিকে নিওয়েলসে পেতে সমর্থকদের মিছিল

নিওয়েলস ওল্ড বয়েজ সমর্থকদের কেউ গাড়িতে, কেউ মোটরসাইকেলে চেপে রোসারিওর রাস্তায় চক্কর দিয়েছেন। মিছিল করেছেন হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে। 'ওলে, ওলে, মেসি নিওয়েলসের, সে সিটিতে যাবে না'- দিয়েছেন এমন শ্লোগান। দাবি তুলেছেন ঘরের ছেলে লিওনেল মেসিকে ঘরে ফেরানোর।ফ্যাক্স বার্তায় মেসি বার্সেলোনা ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানানোর পর থেকে তার সম্ভাব্য পরবর্তী ঠিকানা নিয়ে ফুটবল বিশ্বে আলোচনার চলছে কদিন ধরেই। ম্যানচেস্টার সিটি, পিএসজি মেসির নতুন ঠিকানা হতে পারে, শোনা যাচ্ছে এমন অনেক গুঞ্জন।১৩ বছর বয়সে বার্সেলোনায় পাড়ি জমানোর আগে ছেলেবেলায় নিওয়েলস ওল্ড বয়েজে ছিলেন মেসি। শৈশবের এই আঙিনায় কোনো একদিন ফিরে আসার কথা আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড নিজেও বলেছেন একাধিকবার।মেসির সেই চাওয়া কখনও পূরণ হবে কিনা, তা সময়ই বলে দেবে। তবে অতীতের কিছু উদাহরণের কারণে নিওয়েলস ওল্ড বয়েজের সমর্থকদেরও মনে হচ্ছে তাদের চাওয়া পূরণ সম্ভব! ক্লাবটির ইংলিশ ভাষী সমর্থকগোষ্ঠীর প্রধান জেমি রালফ পিএ নিউজকে দিয়েছেন তার যুক্তি। টেনেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনার ফিরে আসার প্রসঙ্গ।"মারাদোনা তখন স্পেনে সেভিয়ার হয়ে খেলত-তার বয়স তখন ছিল মাত্র ৩৩ বছর; মেসিরও একই বয়স-এবং মারাদোনা ফিরেছিল, যোগ দিয়েছিল নিওয়েলসে; সেসময় এটা ছিল অবিশ্বাস্য। সেটা ছিল ১৯৯৪ বিশ্বকাপের আগের বছরের ঘটনা।"এই গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি ক্রিস্তিয়ান দামিকো টিওয়াইসি স্পোর্টসকেও বলেছেন একই কথা, "মারাদোনা এলো এবং সেসময় সবার বিশ্বাস ছিল এটা অসম্ভব। তাহলে কেন নিওয়েলসের সমর্থকরা সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়কে তাদের জার্সিতে দেখার স্বপ্ন বুনবে না?"বিশ্বকাপ জয়ী দাভিদ ত্রেজেগেকে ২০১৩ সালে দলে এনেছিল নিওয়েলস। লিভারপুলের সাবেক ফুটবলার মাক্সি রদ্রিগেজ সম্প্রতি খেলেছেন দলটিতে। তবে অতীত উদাহরণ থাকলেও রালফ বর্তমান বাস্তবতা বুঝছেন ঠিকই। "এসব নিয়ে সবার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ কাজ করছে। কিন্তু আমি মনে করি, মেসি নিওয়েলসের হয়ে একদিন খেলবে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা এখনই একটু দ্রুত হয়ে যায়।"দলটির ৬৫ বছর বয়সী সমর্থক দানিয়েল ভালভিও মনে করেন এই মুহূর্তে মেসির শৈশবের ক্লাবে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এলেও ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় আসবেন।"নিওয়েলসের সমর্থক হিসেবে আমি চাই সে আসুক, কিন্তু আমরা জানি এটা অসম্ভব। যদি সে আসে, তাহলে চার বছরের মধ্যে আসবে, যখন তার ক্যারিয়ার শেষের পথে। তখন সে বলতে পারে-আমি নিওয়েলসের হয়ে কিছু ম্যাচ খেলব এবং তারপর অবসর নিব।"

পিএসজি-তে যোগ দিতে পারেন এলএমটেন! নেইমার কতা বলেছেন মেসির সঙ্গে

বার্সেলোনা।। ক্রমশ জটিল হচ্ছে লিওনেল মেসির দলবদলের পরিস্থিতি। মঙ্গলবার মেসি বার্সেলোনা ছাড়তে চেয়ে ফ্যাক্স করার পর তাঁকে প্রথম প্রকাশ্যে দেখা যায় বুধবার রাতে। বার্সা ছেড়ে মেসি কোথায় যাবেন? এই নিয়ে জল্পনা চলছে। ইউরোপের সেরা দলগুলো মেসিকে পেতে আসরে নেমে পড়েছে। এদিকে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়ল পিএসজি। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও মেসিকে পেতে পিএসজি লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। জানা গিয়েছে, পিএসজি-র কাছে মেসিকে কেনার অনুরোধ করেছেন স্বয়ং নেইমার। যদিও ফরাসি ক্লাবটি বার্সাকে একনও কোনও প্রস্তাব দেয়নি। নেইমারের সঙ্গে মেসির সম্পর্ক বেশ ভাল। বার্সায় চার মরশুম একসঙ্গে খেলেছেন মেসি-নেইমার এই সময় মেসির সঙ্গে তাঁর বন্দুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০১৭ সালে নেইমার বার্সা ছেড়ে পিএসজি-তে যোগ দিলে সম্পর্ক থেকে গেচে আগের মতোই। আর্জেন্টাইন তারকা বেশ কয়েকবার নেইমারকে বার্সায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। এদিকে মেসি বার্সেলোনা চাড়ার সিদ্ধান্ত জানানোর পরই, নেইমার তাঁর ক্লাবকে এই অনুরোধ করেছেন বলে সূত্রের খবর। তবে পিএসজিকে শুধুমাত্র অনুরোধ করেছেন নেইমার, এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও প্রস্তাব পিএসজি মেসিকে দেয়নি। মেসির সঙ্গে বার্সার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২১ সালে। তাঁর রিলিজ ক্লজ মূল্য ৭০ কোটি ইউরো। এ দামে তাঁকে কেনার ভাবনা পিএসজি-র নেই বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। তবে ফ্রি ট্রান্সফার কিংবা এর চেয়েও কম দামে মেসির বার্সা ছাড়ার পথ খুললে পিএসজি ভেবে দেখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে ফিফার কাছে দলবদলের প্রাথমিক অনুমতি পত্র চেয়েছেন মেসি।

রোনালদোর বিশ্ব জয়ের ঘোষণা

দুই বছর আগে নতুন স্বপ্নে তুরিনে পাড়ি জমানো ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর সামনে ছিল ইউভেন্তুসের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা খরা কাটানোর চ্যালেঞ্জ। প্রথম দুই মৌসুমে লিগ শিরোপা ধরা দিলেও ছুঁয়ে দেখা হয়নি ইউরোপ সেরার ট্রফি। তবে, হতাশায় একটুও ভেঙে পড়েননি তিনি। নতুন মৌসুম শুরুর আগে দিলেন ইউরোপ তো বটেই, সঙ্গে বিশ্ব জয়ের ঘোষণাও বয়স যে তার জন্য শুধুই একটা সংখ্যা, মাঠে এর প্রমাণ দিয়েছেন ঢের। ২০১৯-২০ মৌসুমেও দলের সেরা পারফর্মার তিনি; সেরি আর গত আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা, ৩৩ ম্যাচে ৩১ গোল। অনেক ম্যাচে ছিলেন জয়ের নায়ক।মৌসুমে নিজেদের শেষ ম্যাচেও অলিম্পিক লিওঁর বিপক্ষে ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা ফরোয়ার্ড ছিলেন ম্যাচ সেরা। ঘরের মাঠে সেদিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে দলের ২-১ ব্যবধানে জেতা ম্যাচে দুটি গোলই করেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথম লেগে ১-০ গোলে হেরে আসায় অ্যাওয়ে গোলে ছিটকে যায় তার দল। আর এর আগের মৌসুমে ইউরোপ সেরার মঞ্চ থেকে ইতালিয়ান ক্লাবটি বিদায় নিয়েছিল কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে।তবে এবার কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে রাজি নন রোনালদো। কদিন বাদে ঠাসা সূচিতে মাঠে গড়াতে যাওয়া ২০২০-২১ মৌসুমের আগে তাই ইন্সটাগ্রামে সতীর্থদের দিলেন বার্তা, জানালেন বিশ্ব জয়ের প্রত্যয়।"ইউভেন্তুসের হয়ে তৃতীয় মৌসুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এবং আমার আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাশা আছে আগের মতোই অনেক ওপরে। গোল, জয়, অঙ্গীকার, নিবেদন, পেশাদারিত্ব।"^"আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে এবং সতীর্থ ও ইউভেন্তুসের সকল কর্মীদের মূল্যবান সাহায্য নিয়ে আমরা আবার ইতালি, ইউরোপ ও বিশ্ব জয়ের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করব।"নিয়মিত কঠোর পরিশ্রমে নিজেকে সুউচ্চে তুলে নেওয়া রোনালদোর দৃঢ় মনোবলের প্রমাণও মিলল তার বৃহস্পতিবারের ইন্সটাগ্রাম বার্তায়। রিয়াল মাদ্রিদে ৯ বছরের সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লা লিগাসহ অনেক শিরোপা জেতা রোনালদো গড়েছেন অনেক রেকর্ডও। সামনের পথচলায়ও নতুন নতুন কীর্তি গড়তে চান তিনি।"রেকর্ড ভাঙা। বাধা উৎরানো। শিরোপা জেতা ও ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণ। আরও কিছু করা এবং আরেকটু ভালো করা। আরও ওপরে উঠতে হবে এবং সামনের সব চ্যালেঞ্জে জয়ী হতে হবে।"নিজেদের ইতিহাসে দুবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস তাদের সবশেষ শিরোপাটি জিতেছে ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে। প্রায় দুই যুগের সেই খরা কাটানোর লক্ষ্যেই ১০ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলারকে ২০১৮ সালে দলে টানে সেরি আর সফলতম ক্লাবটি ক্লাবের আস্থার প্রতিদান দিতে এবার মরিয়া রোনালদো।

The Executive Engineer, Amarpur Division, PWD(R&B), Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-tender against press NIT No. 06/NIT/EE/PWD/ AMP/ 2020-21. Dated: 26-08-2020.
For
Replacement of Bailey Bridge by RCC bridge(L=20.00m) over local cherra on Jatanbari to Lambacherra road at Ch. 14.80 Km, sanction for implementation of under NABARD (RIDF-XVII), job No. TP/COM/42 / 2011-12." (4th Call)
With
Estimated Cost: Rs.1, 37, 86,797.00
Earnest Money: Rs.1 37,868.00
Time of Completicn - 24 (twenty four) months
Last Date of bidding for bids - 29-09-2020 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(Er/B. Debbarina)
Exective Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura.

ICA-C/1486/20

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/32/2020-21 Dated: -26/ 08 /2020

Sl. NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2020-21/65	₹2,05,901.00	₹.2059.00	15 days	Up to 16.00 Hrs on 09/09/2020	At 15.30 Hrs on 11/09/2020

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

ICA-C/1480/20

জাগরণ 29 August, 2020, Saturday আগরতলা ২৯ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ১২ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বিভিন্ন দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ বাম পরিষদীয় দলের

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি ঃ নিজস্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। প্রতিদিন রাজ্যে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সেই নিরিখে বাড়ছে কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা। সদ্য দেখা গেছে পশ্চিম জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সব চাইতে বেশী। এই অবস্থায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। প্রায় প্রতিদিন মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে। শুক্রবার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে যায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে বাম পরিষদীয় দল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে করোনা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেড়িয়ে এসে সিপিএম রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন কোন বাড়ি বা এলাকাতে করোনা আক্রান্ত হলেই সেই এলাকাকে কন্টেইনমেন্ট করা হচ্ছে। গোটা এলাকায় কেউ প্রবেস করতে পারছে না। যে কারনে এই সমস্ত এলাকার মানুষজন সমস্যায় পড়ছে। এই বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। এতে করে মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটাচ্ছে। যা আইন সৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে পারে। কন্টেইনমেন্টে গোটা এলাকাকে না এনে কিছু বাড়ি নিয়ে করার দাবি জানান বিরোধী দলনেতা। যাদের অবস্থা খারাপ তাদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দিতে হবে সরকারী উদ্যোগে। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সদর্থক সাড়া দিয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচীবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হোমআইসোলেশনে আছেন তাদের তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এতে করে যাতে দেরী না হয়ে যায় সেই বিষয়ে নজর দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। আগরতলার অবস্থা খুব উদ্বেগ জনক। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের যুক্ত করে করোনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা। ব্যপক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পোষ্টার ও লিফলেট প্রদান করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একত্রে সমাজকে রক্ষা করার স্বার্থে যুক্ত করার দাবি জানানো হয়। আরো বেশী করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রেকর্ডিং করে টিভি ও রেডীওর মাধ্যমে প্রচার করার দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা। একই সঙ্গে অন্যান্য দলের নেতাদের বক্তব্যও প্রচারের ব্যবস্থা করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহমত পোষণ করেছেন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা। আর্থিক ক্ষেত্রে রেগা ও টুয়েপের কাজ বাড়ানোর পাশাপাশি সঠিক ব্যক্তিকে পার শ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বাদল চৌধুরী, শহীদ চৌধুরী। মানুষের হতাশা কাটিয়ে সরকারের প্রতি আত্ম বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে জোর দেওয়ার আহ্বান জন্য বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

১০৩২৩ এর বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিরবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ আগস্ট।। অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজ টিচার এসোসিয়েশানের উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালনকরেন। আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজ টিচার এসোসিয়েশানের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেন। গতকাল ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজ টিচার এসোসিয়েশানের রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বনিকের নামে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্যকরেছেন বলে অভিযোগ। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিরমধ্যদিয়ে ১০৩২৩ এসোসিয়েশানের শান্তির বাজার মহকুমার সদস্যরামিলে দোষীরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীকরেছেন।

শান্তিরবাজারে বিজেপি মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ আগস্ট।। ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে শান্তির বাজারে বিজেপির নব নিযুক্ত মন্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা প্রদান করাহয়। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজার সুপার মার্কেটে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা রাজ্য অল হেন্ডেলিং শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথকে সংবর্ধনা প্রদানকরাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের দক্ষিন ত্রিপুরার সভাপতি সুভাষ দাস, ত্রিপুরা রাজ্য অল হেন্ডেলিং শ্রমিক সংঘের দক্ষিন ত্রিপুরার প্রেসিডেন্ট সুনিল সরকার, ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, বিজেপির রাজ্যকমিটির সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ।

মা ও শিশুর বিকাশের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা নিয়েছে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। সঠিক পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি মা ও শিশুর যাতে বিকাশ ঘটে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সঠিক দিশা নিয়ে কাজ করছে। আর এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আজ স্থানীয় অগিবীণা হলে রাণীরবাজার ও মান্দাই নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার গ্যাস সরবরাহ কর্মসূচির উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। তিনি বলেন, রাজ্যে মোট ৯ হাজারেরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এরমধ্যে পোষণ অভিযান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যে মোট ৩,৮৪৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ৮টি জেলায় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য প্রতি জেলায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের সবকটি জেলায় ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সুস্থ ও সাবলীল সমাজ গঠনে রাজ্য সরকারের সকল কর্মসূচিতে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, ভাতা প্রাপকের সংখ্যা কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়ে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও অভিজিৎ দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পাঁয়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ ও মান্দাই সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এন এস চাকমা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রানীরবাজার ও মান্দাই এই দুই প্রকল্পের অন্তর্গত মোট ২৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর হাতে দুইটি রান্নার গ্যাসের সিলিণ্ডার সহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি তুলে দেন অনুষ্ঠানে উদ্বোধক সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রানীরবাজার নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক শ্রাবণী রায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মান্দাই আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রানীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুদীপা দেবনাথ।

চড়িলাম বিধানসভার ব্রজপুর দাস পাড়া এলাকায় উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সূচনা বায়োভিলেজ প্রকল্পের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ আগস্ট।। শুক্রবার চড়িলাম বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ব্রজপুর এলাকায় বায়ুভিলেজ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাকে আত্মনির্ভরশীল গড়ার পরিকাঠামো করা হয়েছে। ডাইরেক্টর অফ বায়ুটেকনুলজিক্যাল পক্ষ থেকে চুতুর্থ বারের মতো প্রকল্প যেটা আজ ব্রজপুর দাস পাড়া এলাকায় করা হয়েছে। আজকের এই শুভ উদ্দোগে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা,বিশালগড় মহকুমা এসডিএম জয়ন্ত ভট্টাচার্য, এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অনন সেনগুপ্ত (বায়ু ট্যাকনোলজিক্যাল) এবং চড়িলামের বিশিষ্ট সমাজ সেবক রাজকুমার দেবনাথ, সহ এলাকার প্রধান। বায়ু ভিলেজ প্রকল্পের শুভ সুচনায় এলাকার প্রায় ৬৪ পরিবারের ৪০ জনকে আজ সোলার লাইট,ফ্যান,ও বিভিন্ন জিনিস দিয়ে শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের মধ্যে মাছের পনা,সোলার লাইট, জলের পাম্প মেশিন, (সোলা সিস্টেমে) যেগুলোর ধারা বিদ্যুৎ বিল থেকে রক্ষা পাবে গরীব মানুষরা,এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত জৈব সার,স্প্রে মেশিন আরও বিভিন্ন রকম সামগ্রিক দিয়ে এলাকাকে আত্মনির্ভরশীল গড়ার মূল লক্ষ্য।তাছাড়া চড়িলাম বিধানসভার ব্রজপুর এলাকায় বায়ুভিলেজ এর কর্মসুচীতে আনন্দিত এলাকার মানুষ।

ডুম্বুরে মাছের পনা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৮ আগস্ট।। ডুম্বুরে মাছের পনা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু। গত বুধবার গন্ডাছড়া মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের সর্ববৃহৎ জলাশয় ডুম্বুরে মাছের পনা ছাড়া হয়। প্রতি বছরই দপ্তরের উদ্যোগে এই ভাবে মাছের পনা ছাড়া হয়। এই বছর করোনা ভাইরাসের কারনে একটু দেড়িতে পনা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিক জানান এই বছর দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ১২ লক্ষ মাছের পনা ছাড়ার টার্গেট রয়েছে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বরের আগেই অর্থাৎ ডুম্বুর জলাশয় খোলার আগে ধাপে ধাপে জলাশয়ে পনা গুলো ছাড়া হবে। উল্লেখ্য প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও গত জুন মাসের ২০ তারিখ থেকে তিন মাসের জন্য জলাশয় বন্ধ রয়েছে। এই সময় মাছ ডিম পাড়ে। প্রত্যেক বছর জলাশয় বন্ধ থাকা কালিন সময় দপ্তরের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বীরচন্দ্র মনুতে ডায়েট কলেজের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ আগস্ট।। শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু এলাকায় দক্ষিণ ত্রিপুরার ডায়েট কলেজের শুভ শিলান্যাস করাহয়। আজ বেলা ১ ঘটিকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু এলাকায় ডায়েট কলেজের শুভ শিলান্যাস করাহয়। আজকের এই শুভ শিল্যানাস অনুষ্ঠানের উদ্ভোদক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। উদ্ভোদকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্যামলাল দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ রাজ্যসরকারের বিভন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা সকলের সামনে তুলেধরেন। উনারা জানান বিগত বাম আমলে সরকার যা করতেপারেননি বর্তমান রাজ্য সরকার এই অল্প সময়েরমধ্যে তা করে দেখাচ্ছে। বর্তমান রাজ্যসরকার এই আরাই বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে চারটি জেলায় ডায়েট কলেজ স্থাপন করতে চলছে। এই কলেজ নির্মানের জন্য ১৯ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা খরচহবে। এরমধ্যে ৯০ পার্সেন্ট টাকা কেন্দ্র বহন করবে ও রাজ্যসরকার ১০ পারসেন্ট টাকা বহন করবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। আগামী ১২ মাসের মধ্যে এই কলেজ নির্মানের কাজ শেষ হবেবলে জানান শিক্ষা মন্ত্রী।

তিনি জানান এই কলেজ নির্মানে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যায়হবে। বক্তবের মধ্যদিয়ে বক্তারা সকলের কাছে আবেদন করে এই কলেজ নির্মানে যেন সকলে সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দেন। কাজ চলাকালিন সময়ে যাতেকরে নির্মান সংস্থাকে কোনোপ্রকার বাধাদান না করে তার জন্য বক্তারা বিশেষ আহব্বান জানান। আজকের এই অুষ্ঠানকে ঘিরে শান্তির বাজারের লোকজনদের মনে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্যকরাযায়।

প্রণব মুখোপাধ্যায় এখনও গভীর কোমায়, রক্তচাপ-হৃদস্পন্দন স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় এখনও কোনও উন্নতি নেই। কোমাচ্ছন্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এখনও ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রয়েছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৮ আগস্ট।। পঞ্চায়েত সচিবের কাজে অসন্তোষ্টি হয়ে ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আইপিএফটি কর্মী সমর্থকরা।ঘটনা শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুর নগর ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজে। এদিন সকাল থেকেই আইপিএফটি সমর্থকরা পঞ্চায়েতের সামনে এসে জড়ো হতে থাকে। পরে একটা সময় ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে পঞ্চায়েত সচিবকে ভিলেজ থেকে অন্যত্র বদলি করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় গন্ডাছড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনি সহ ব্লকের কর্মকর্তারা। পরে আধিকারিক বাবুরা বিক্ষোভ কারিদের প্রতিশ্রুতি দেয় পঞ্চায়েত সচিবকে সেখান থেকে অন্যত্র পাঠানো হবে। এরপরই বিক্ষোভকারি আইপিএফটি সমর্থকরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ের তালা খোলে দেয়।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যবাসীকে আরও সচেতন হতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যবাসীকে আরও সচেতন হতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেছেন, সবাই যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন, মাস্ক পড়েন, আরও সাবধানে থাকেন। সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই কোভিড-১৯ মোকাবিলা করা যাবে। আজ সন্ধ্যায় আগরতলা পুর নিগম এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত সভায় তিনি এই আহ্বান জানান। আলোচনাসভায় আগরতলার মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. এস যাদব, পুলিশ সুপার মানিকলাল দাস, আগরতলা ক্লাব ফোরামের সভাপতি দীপক মজমদার, ফোরামের উপদেষ্টা স'য় পাল উপস্থিত ছিলেন। এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় এবং আসন্ন দুর্গাপূজা আয়োজনের বিষয়ে বিভিন্ন ক্লাব এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাদের বক্তব্য জানার জন্য। বিভিন্ন ক্লাব এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ তাদের মতামত তুলে ধরেন। ক্লাব প্রতিনিধিগণ জানান, এবার তারা ছোট আকারে নিয়ম রক্ষার পূজোর আয়োজন করবেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথমদিকে আমাদের রাজ্যে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা কম ছিল। দেখা গেছে অনেকেই এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সাবধানতা যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পড়া প্রভৃতি উপেক্ষা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তথ্যে দেখা গেছে গত ৭ দিনে সারা রাজ্যে করোনা পজিটিভিটির হার ৩.৮৬ শতাংশ হলেও আগরতলা পুর নিগম এলাকায় এই হার ২০.৯৪ শতাংশ। এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম জেলায় ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে আগরতলা পুর নিগম এলাকারই ৩৫ জন। তথ্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুর নিগমের উত্তর জোনের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৯২ জন, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১২২ জন, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৫২ জন, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ৯৪ জন, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৯৩ জন, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ৩২ জন, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের ১০০ জন, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৬৯ জন, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ৯৯ জন এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা ঘটনা যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি সেখানে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। তাই আমাদের আরও সাবধান হতে হবে। সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বাজার কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন ও ক্লাব করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশ মানা, সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আরও বেশি করে ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যারা হোম আইসোলেশনে আছেন তাদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নগদে ১,৫০০ টাকা বা একটি প্যাকেটে চাল, ডাল, তেল, নুন, সয়াবিন একটি প্যাকেটে করে দেওয়া হবে।

তাদের যেন খাওয়ার সমস্যা না হয়। হোম আইসোলেশনের থাকা রোগীদের জন্য একটি করে অক্সিমিটার দেওয়া হবে। তারা যেন নিজেরাই অক্সিজেনের মাত্রা দেখতে পারেন। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা পুর নিগম এলাকায় করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১,৫৩৩ জনের মধ্যে ১,৪৩১ জনই পুর নিগম এলাকার। যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৪২

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-সংক্রমণ ৩৩.৮৭ লক্ষ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৬১,৫২৯ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩৪ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৮৭,৫০১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭৭,২৬৬ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬১,৫২৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩৩,৮৭,৫০১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৫,৮৩,৯৪৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪২ হাজার ০২৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৬১,৫২৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশে ৩,৬৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২৭৮ জন, বিহারে ৫৩৮ জনের, চন্ডীগড়ে ৪৩ জন, ছত্তিশগড়ে ২৪৫ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৩৬৯ জনের, গোয়া ১৭১ জন, গুজরাটে ২,৯৬২ জনের, হরিয়ানায় ৬৪৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৭১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৭৪ জনের, কর্ণাটকে ৫,২৩২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৬৭ জন, লাদাখে ২৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৩০৬ জন, মহারাষ্ট্রে ২৩,৪৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ২৫ জন, মেঘালয়ে ৮ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওডিশায় ৪৪৮ জনের, পুদুচেরিতে ১৯০ জন, পঞ্জাবে ১,২৫৬ জন, রাজস্থানে ১,০০৫ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৬,৯৪৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৭৯৯ জন, ত্রিপুরায় ৮৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ২২৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৩,২১৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,০১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৮২ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৬.২৮ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২১.৯০ শতাংশ মানুষ।

ফের বৃদ্ধি, ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.০১ লক্ষ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় ফের বৃদ্ধি। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.০১ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একইসঙ্গে এযাবৎ দেশে ৩,৯৪,৭৭,৮৪৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে বৃহস্পতিবার সারা দিনে ৯,০১,৩৩৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৯৪,৭৭,৮৪৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৭ আগস্ট ৯,০১,৩৩৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

নিট ও জয়েন্ট এন্টাস্ পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবিতে কংগ্রেসের আন্দোলন কর্মসূচি। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।